উর্ব্বশী নাটক।

দ্বিজতনয়া
প্রণীত।

কলিকাতা:
শ্রীযুক্ত ডিরোজারিও কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত।

সন ১২৭২—ইং ১৮৬৬।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

দণ্ডী পুরাণে দণ্ডীরাজার বৃত্তান্ত সকলেই পড়িয়াছেন। ভগবান্‌চক্রী কি প্রণালীতে সৃষ্টি পালন করেন, পুরাণ কর্ত্তা এই গ্রন্থে তাহা বিশিষ্ট রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্যাসদেব সমুদায় মহাভারতে ভগবানকে চক্রীরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ঈশ্বরের এতাদৃশ পরিচয়ে নব্যমতাবলম্বী-দিগের মধ্যে অনেকের রুচিপীড়া জন্মায় সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা জগতের নিয়ম সকল উন্মীলিত নয়নে দেখি-য়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন, মহর্ষি এ বিষয়ে অভ্রান্ত কি না। দণ্ডী পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের সেই বর্ণনা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আমার নাটক পুরাণ অবলম্বন করিয়া লেখা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু সে কেবল প্রসঙ্গতঃ মাত্র। বিস্তৃত প্রস্তাবে ভগবানের বর্ণনার চেষ্টা পাওয়া কেবল মুনি ঋষিদিগেরই সম্ভবে। এই হেতু অধিক সাহস করি নাই।

দণ্ডী পুরাণের বৃত্তান্তে উর্ব্বশী ও দণ্ডীরাজাই প্রধান। আমি ও নাটকে তাঁহাদিগেরই প্রাধান্য রাখিয়াছি। সুতরাং আমার গ্রন্থে অপবিত্র প্রণয়ের ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু কেবল তাহা বলিয়াই সুক্ষ্মদর্শী পাঠক মণ্ডলী আমার গ্রন্থকে অনাদর করিবেন না।

এই নাটকে ভুরি ভুরি দোষ আছে; তথাপি আমি ইহাকে পাঠক সমাজে প্রেরণ করিলাম। আমি অশিক্ষিত অবলা, এই আমার প্রথম রচনা, একথা বলিয়া পাঠক গণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে সাহসী হই না। গ্রন্থ মাত্রেই নিজগুণে পরিচিত হয়; গ্রন্থকারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয় না।

পাঠক সমাজ অপক্ষপাত বিচারপতি সদৃশ। তাঁহাদের অনুগ্রহ ও নাই নিগ্রহ ও নাই। অতএব বৃথা অনুনয় বিনয়ের ফল কি? তথাপি প্রবোধের নিমিত্ত এই এক ভরসা যে, যদিই আমার গ্রন্থ নিতান্ত নীরস হইয়া থাকে, তবে ইহা আপনিই অচিরাৎ লয় পাইবে, ও আমিও পাঠক মণ্ডলীর তিরস্কার লইতে উদ্ধার পাইব।

এই গ্রন্থ প্রচার বিষয়ে অনেকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের সকলেরই নিকটে চিরকাল অনুগৃহীত থাকিব। মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত হরিনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় এই গ্রন্থ সংশোধনাদি দ্বারা অধিনীকে চিরবাধিত করিয়াছেন। আর রোজারিও কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্রের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র দাস মহাশয় কত উপকার করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না; অপর যে মহাশয় এই বিজ্ঞাপন রচনায় সাহায্য করিয়াছেন তাঁহার নিকটেও অনুগৃহীত হইলাম।

দ্বিজ তনয়া।

রঙ্গস্থল প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণ।

ইন্দ্র ... দেবরাজ।
সারথি, ... দেবরাজের।
চিত্ররথ, ... গন্ধর্ব্বের রাজা।
নারদ, ... মহর্ষি।
শ্রীকৃষ্ণ
বলরাম, ... কৃষ্ণের ভ্রাতা।
পৃদ্যুম্ন, ... কৃষ্ণের পুত্র।
দণ্ডী, ... অবন্তীর রাজা।
মন্ত্রিদ্বয়, ... দণ্ডী রাজার।
ভৃত্য, ... ঐ
দুর্য্যোধন,... হস্তিনার রাজা।
কর্ণ, ... দুর্য্যোধনের সখা।
দুঃশাসন,... ঐ ভ্রাতা।
ভীষ্ম, ... পিতামহ।
ধৃতরাষ্ট্র ... দুর্য্যোধনের পিতা।
সঞ্জয়, বিদুর, } ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী।
দ্রোনাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, } গুরু।

রণস্থলে মহাদেব, দেবতাগণ, অপর রাজগণ ভুতগণ রাক্ষস॥

শচীদেবী, ... ইন্দ্রের পত্নী।
সুলোচনা,... পরিচারিকা।
মুরজাদেবী, কুবের পত্নী।
উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, রম্ভা, মেনকা, } অপ্সরা।

রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, } কৃষ্ণের পত্নী।
পরিচারিকা,... উহাঁদিগের।
রতি, লক্ষণা, } কৃষ্ণের পুত্রবধূ।
রেবতী, ... বলরামের পত্নী।
সুদেবী, ... উহার পরিচারিকা
উষা, ... প্রদ্যুম্নের পুত্রবধূ।
চিত্রলেখা ... উহার সখী।
মহিষী, ... দণ্ডিরাজার।
মালতী, মাধবী, } মহিষীর পরিচারিকা
ভানুমতী, ... দুর্য্যোধনের পত্নী।
দুঃশীলা, ... দুর্য্যোধনের ভগিনী
শশিমুখী, ... দুঃশাসন পত্নী।
কুন্তী, ... ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতৃপত্নী
দ্রৌপদী। ... কুন্তীর পুত্রবধূ।
সুভদ্রা, ... কুন্তীর পুত্রবধূ।
পার্ব্বতী, ... দেবী।
পদ্মাবতী, বিজয়া, জয়া, } পরিচারিকা।
রাক্ষসী,

উর্ব্বশী নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

অমরাবতী।

বৈজয়ন্ত তোরণে ইন্দ্র এবং সারথির প্রবেশ।

ইন্দ্র। (ব্যস্ত চিত্তে) সারথে! সারথে!

সার। কি আজ্ঞা দেবরাজ?

ইন্দ্র। দেখ ত, দেখ ত, মহর্ষি দুর্ব্বাসা কত দূর গেলেন।

সার। তিনি এতক্ষণ অনেক দূর গেছেন।

ইন্দ্র। (স্বগত) আঃ কি বিপদ! তপোবন নিবাসী তপস্বী, ইঁহারাও কি রিপু দমন করিতে অক্ষম? (প্রকাশে) কি আশ্চর্য্য! তপোধনের কি বিজাতীয় ক্রোধ! তাঁহার সেই রক্ত লোচন দেখিয়া আমার এখনও পর্য্যন্ত হৃৎ-কম্প হইতেছে!

সার। আজ্ঞা আমারও ভয় হয়েছিল।

[উভয়ের প্রস্থান]

অন্তঃপুরে শচী দেবীর এবং সুলোচনার প্রবেশ।

শচী। ওরে সুলোচনা! তুই কোথায় গেছিলিরে?

সুলো। আমি ফুল তুল্‌তে গিয়েছিলাম।

শচী। তা, এত বিলম্ব কেন?

সুলো। আমি যে অনেক ক্ষণ এসেছি।

শচী। তবে তুই কোথা ছিলি?

স্থলো। দেবি! আমি আপনার শয়ন মন্দিরে পুষ্প শয্যা কত্তেছিলাম। আর আপনার জন্যে পুষ্পালঙ্কার গেঁথে রেখে এলাম।

শচী। ইঃ! এত ফুল্ কোথা তুল্লি?

স্থলো। কেন, আপনার সেই উদ্যান হতে তুলে আন্‌লেম; তা আপনি সেখানে চলুন্, দেব সুরপতির আগমনের সময় প্রায় হলো।

[উভয়ের প্রস্থান]

দেবসভায় ইন্দ্র ও চিত্ররথের প্রবেশ।

চিত্র। দেবরাজ! আপনার ও পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখচন্দ্র কখন তো মলিন দেখি নাই। আজ্ কেন তা দেখি? আমাকেও আর ডাকেন না! আর পূর্ব্বের সমস্ত আমোদ কোথা গেল? কিছুইত দেখ্‌তে পাই না। মনে এতই কি দুঃখ হয়েছে, তা বলুন দেখি শুনি?

ইন্দ্র। সখে! তোমার অগোচর কিছুই নাই। তুমি ত সকলই জান। আর বলিব কি; নৃত্য গীত বাদ্য এই সমস্ত চিত্ত বিনোদনের প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য করা যায়; কিন্তু উহা আর কে করিবে বল দেখি? সকলের চিত্ত বিনোদ করে, এ স্বর্গে আর কে আছে বল দেখি? [দীর্ঘ নিশ্বাস]

চিত্র। এ কি! আপনি স্বর্গাধিপতি হয়ে একটা তুচ্ছ বিষয়ের জন্য এত ক্ষোভ করেন্ কেন? আর আপনার এ অবস্থা দেবতারাই বা শুনে মনে কি করবেন?

ইন্দ্র। সখে চিত্ররথ! বল কি, দেবতারা মনে কি করবেন? সেই দিন হতে কার্ মনে না দুঃখ হয়েছে? আর বল দেখি আমার এই অমরাবতীর আর কি শোভা আছে?

চিত্র। দেবরাজ! স্মরণ করে দেখুন্ দেখি স্বর্গে অসুর গণের দৌরাত্ম্য সময়ে আপনি কত অধৈর্য্য হয়েছিলেন? বোধ করি এত নয়।

ইন্দ্র। চিত্ররথ! যাই বল, আমি নিতান্ত অসুখী আছি। আমার চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হতেছে।

গীত।

বিনে সে উর্ব্বশী রূপসী, স্বর্গে কি আর শোভা আছে!
জীবন, নয়ন, মন, সুন্দরীর সঙ্গে গেছে॥
হায় সখা চিত্ররথ, আমার যে মনোরথ, তাহে বিধি বিপরীত, খেদে হৃদি বিদরিছে।
অভিশাপ দিলা মুনি, হয়ে ধনী তুরঙ্গিণী, কাননেতে একাকিনী, কি রূপে সে ভ্রমিতেছে॥

চিত্র। সুরনাথ! বলেন ত এক উপায় করি।

ইন্দ্র। ভাই! রূপসী উর্ব্বশী প্রাপ্তির আর কি উপায় আছে?

চিত্র। আজ্ঞা উর্ব্বশী প্রাপ্তির উপায় এক্ষণে নাই; তবে কোন অন্য উপায়।

ইন্দ্র। উর্ব্বশীর উপায় ভবিষ্যতে আছে বটে, যেহেতু মুনিবর শাপ দিয়েও পুনর্ব্বার বর দিয়েছেন; কিন্তু তাহা ঘটনা হওয়া কঠিন। অতএব সুন্দরীর স্বর্গাগমন হওয়া দুষ্কর দেখিতেছি।

চিত্র। দেব! কিছুই কঠিন নয়, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে।

ইন্দ্র। হাঁ তা হবে সত্য, তথাপি অনেক কষ্টে।

চিত্র। (স্বগত) আহা! দেবরাজকেই বা কি দোষ দিব? রূপসী উর্ব্বশীর মুখ-শশী মনে পড়্‌লে আমারও চিত্ত চঞ্চল হয়। (প্রকাশে) হাঁ তা সত্য বটে, তবে বলেন্ ত চিত্ত বিনোদনার্থে একবার তিলোত্তমাকে ডেকে আন্‌লে হয় না? তিলোত্তমা সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা অনেক অংশে আপনার মনোবেদনা দূর করিবে।

ইন্দ্র। সখে! তোমার বিবেচনায় যাহা উত্তম হয় তাহাই কর। আমার আর বিবেচনা শক্তি নাই।

চিত্র। যে আজ্ঞা।

[উভয়ের প্রস্থান]

অন্তঃপুরে শচী এবং সুলোচনার পুনঃ প্রবেশ।

সুলো। (একখান দর্পণ হস্তে) দেবি! একবার দেখুন্ দেখি পুষ্পাভরণ আপনার শ্রীঅঙ্গে কেমন উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করেছে। তা এই সময় দেব সুরপতি আস্‌তেন ত বড়ই ভাল হতো।

শচী। বটে? সত্যি সত্যি বল্ দেখি তিনি এলে কি ভাল হতো?

সুলো। দেবী! তা হলে আমার এই পরিশ্রম সার্থক হতো।

শচী। কিরূপে তোর্ পরিশ্রম সার্থক হতো?

সুলো। আজ্ঞা, আপনার এই পুষ্পসজ্জা-প্রভায় দেব সুরপতির নিমীলিত চিত্ত-কমল বিকসিত হইলেই আমার শ্রম সফল হতো।

শচী। (স্বগত) তাই ত; এই কয়েক দিন দেবরাজ এখানে আসেন না। কই এই কয়েক দিন নন্দন কাননে

আমাকে লয়ে যান না। তাঁর মনে এমন কি অসুখ হয়েছে? আর এরূপ বিরস ভাব কেন? দেখি দেখি সখী তিলোত্তমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। (প্রকাশে) তবে সুলোচনা!

সুলো। দেবি! কি আজ্ঞা হয়?

শচী। এক বার তিলোত্তমাকে আমার নিকট ডেকে আন্‌তে পারিস্‌?

সুলো। যে আজ্ঞা চল্লেম।

শচী। শীঘ্র যা। [উভয়ের প্রস্থান]

নন্দন কাননে চিত্ররথের প্রবেশ।

চিত্র। আজ্‌ আমি সুরেন্দ্রের মনোভাব বিশেষরূপে অবগত হলেম। দেবরাজ উর্ব্বশীর জন্য নিতান্ত অন্যমনা ও একান্ত ক্ষুন্ন আছেন। অতএব যাহাতে স্বর্গাধিপের মনোরঞ্জন হয় তাহাই করা আমার কর্ত্তব্য। যাই এক বার নন্দন-কাননে যাই দেখি।

অন্য পথে মেনকা-এবং রম্ভার প্রবেশ।

রম্ভা। মেনকা দেখ্‌লো দেখ্‌, আহা কেমন ফুল ফুটে রয়েছে দেখ্‌।

মেন। তা রয়েছে সত্যি, আমাদের আর কে পেড়ে দেবে ভাই? আয় বোন্‌! এই গাছের তলায় একটু বসি; বেস্‌ বাতাস দিচ্ছে।

রম্ভা। না ভাই! আর বস্‌বোনা, এস একটু বেড়াই।

[উভয়ের ভ্রমণ]

মেন। রম্ভা! তোর মনটা কেমন কেমন দেখ্‌ছি বোন্‌।

রম্ভা। মেনকা, তোর কথা শুনে আর বাঁচিনে! কেমন কেমন কি বল্‌ দেখি শুনি?

মেন। কেমন কেমন আর কি, তোর মন্‌টা কেমন উতলা দেখ্‌ছি।

রম্ভা। দেখ্‌ মেনকা, এই ঋতুরাজ কি অসামান্য শক্তি-সম্পন্ন! ইঁহার মত বীর ত এই সুরলোকে আর নাই। ইঁনিই আমার মনকে উতলা করেছেন।

মেন। উনিত পুরুষের কাছে যেতে পারেন না। উনি কেবল অবলা রমণীগনকে জ্বালাতন করেন।

রম্ভা। অমন্‌ কথা বোল না বোন্‌। জাননা যোগীদের যোগভঙ্গ কে করে? (নেপথ্যে কোকিলের ধ্বনি ও তাহা শ্রবণে উন্মত্ত হইয়া উভয়ের উচ্চ স্বরে গান)।

গীত।

বলি রতি পতি শোন্‌।
নিবারণ করে দেরে মধুকরে, গুন গুন আগুণ কেন করে বরিষণ॥
কুসুম সৌরভে রবে না রে প্রাণ, সবেনা শরীরে, কোকিলের গান।
মলয় বাতাসে, মরি রে হুতাশে, হুতাশন সুধাকরের কিরণ॥

রম্ভা। দেখ্‌ ভাই! আমাদের মনের দুঃখ মনেতেই রৈল।

[উভয়ের উপবেশন]

চিত্র। (স্বগত) আহা! পারিজাত পুষ্পের কি সৌরভ! এস্থানে আসিয়া আমার মন মোহিত হলো। আবার এ কি! এ যে স্থির-সৌদামিনী দেখিতে পাই। ভৃঙ্গ সকলে পুষ্প ত্যাগ করিয়া রম্ভা মেনকা উভয়ের অঙ্গে পতিত হচ্ছে।

রম্ভা। (বিরক্ত হইয়া) আঃ কি দায়? এরা কেন মত্যে এলো! কি জ্বালা, দূর হ!

মেন। আঃ কি আপদ! কাম্‌ড়ে ত দিবেনা! মরণ নাই!

চিত্র। সুন্দরি! তোমরা ভয় করোনা। এ [illegible]ঠ ষট্‌পদকে আমি নিবারণ কচ্ছি।

উভয়ে। গন্ধর্ব্ব রাজ! ভাগ্যে আপনি এখানে এসেছিলেন!

চিত্র। তোমরা তিলোত্তমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া এই উদ্যানেই থেক, আমি সুরপতিকে আন্‌তে চল্লেম।

[প্রস্থান]

তিলোত্তমা এবং সুলোচনার প্রবেশ।

তিলো। (স্বগত) আজ্ কদিন হতে বেশ ভূষা কিছুই করি নাই। মাথাটা তাও বাঁধিনাই, এমন বেশে কেমন করে যাই। (প্রকাশে) সুলোচনা!

সুলো। কেন গা?

তিলো। আজ্ আমার একি ভাগ্য? তোমাদের দেবী ভাল আছেন ত? দেব সুরপতি কি কচ্ছেন?

সুলো। তিনি কি কচ্ছেন আর এখন কোথায় আছেন তা আমি জানিনা। তিনিত তোমাকে ডাকেন নাই; দেবী ডাক্‌ছেন।

তিলো। (বিরস ভাবে) তবে চল যাই।

[উভয়ের গমন]

রম্ভা। দেখ্ মেনকা, ঐ শচীদেবীর দাসী সুলোচনা আর আমাদের তিলোত্তমা যাচ্ছে নয়?

মেন। হাঁ হাঁ যাচ্ছেইত বটে।

উভয়ে। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি ও তিলোত্তমা! তিলোত্তমা! তোরা একটু দাঁড়ারে, আমরা যাচ্ছি।

[পশ্চাতে ধাবমান]

(তিলোত্তমার হস্ত ধারণ করিয়া) আমাদের ছেড়ে তোরা কোথা যাচ্ছিস্ ভাই?

তিলো। (বিরক্ত ভাবে) আঃ কি আপদ? এরা পেছু ডাকে কেনরে?

রম্ভা। কেন ভাই, তুমি কোথা যাচ্ছ? এ ত নাচ্‌তে যাবার বেশ নয়!

মেন। আমার মাথা খাও, বলনা ভাই কোথা যাবে?

তিলো। আজ্ আমাকে শচী দেবী কেন ডেকে পাঠিয়াছেন, আমি তাই যাচ্ছি।

উভয়ে। তবে যাও বোন্। তোমাকে ডেকেছেন, তুমি যাও, আমরা ঘরে যাই।

[সকলের প্রস্থান]

অন্তঃপুরে শচীর প্রবেশ।

শচী। (স্বগত) কেনইবা এত করে সজ্জা কল্লেম? কৈ সুরপতি ত এখনও এলেন্ না? এই ত নন্দন কাননে যাবার সময়, এর পর রাত্রি হলে আর কে যাবে? (নেপথ্যে বীনাধ্বনী) এই যে নৃত্য আরম্ভ হয়েছে; তবে সুরপতি এলেন্ বলে। কিন্তু এত অবেলায় আমি ত যাবনা। (স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন)।

তিলোত্তমার প্রবেশ।

তিলো। (হাস্য মুখে) দেবি! প্রণাম।

শচী। (পরিহাসে) একি লো তিলোত্তমা? তোর এমন মলিন বেশ কেন?

তিলো। (সহাস্যে) দেবি! পুর্ণচন্দ্রের নিকটে নক্ষত্রের কি শোভা হয়? তা আপনার কাছে আমাদের সজ্জা করে আসা না আসা সমান।

শচী। তা ত নয়, আমি ডেকেছি তাই।

তিলো। (সলজ্জিতা) দেবি! আমি কি আপনার কাছে কখন সুবেশ করে আসিনা?

শচী। (সহাস্যে) তিলোত্তমা, তোকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি তুই বল্‌বি ত? তোদের সকল বিদ্যাধরীদের মধ্যে সুরেন্দ্র কাকে ভাল বাসেন?

তিলো। (সভয়ে) দেবি! তিনি ত আপনাকেই ভাল বাসেন; আবার কারে ভাল বাস্‌বেন?

শচী। ও লো! তোর এত ভয় কেন বল্ দেখি?

তিলো। দেবি! দেবতাদের নিকটে বাস কর্‌তে হলে ভয় কর্‌তে হয়।

শচী। ও লো তিলোত্তমা! তোর যেমন রূপলাবণ্য নব যৌবন ও নয়নের ভঙ্গি, তাতে আবার কত গুণ তোর; তুই তপস্বীর যোগ ভঙ্গ কর্‌তে পারিস্। তোকে সবাই ভাল বাসেন। বিশেষ দেব——(অমনি নীরব।)

তিলো। দেবি! দেবরাজ কি আমাকেই ভাল বাসেন এমন মনে করবেন না; উনি যাকে ভাল বাসেন তাকেই ভাবেন।

শচী। (সহাস্যে) ওর ভাব ত আমি বুঝ্‌তে পারি না।

তিলো। বুঝ্‌তে পারেন নাই, তবে জিজ্ঞাসা কচ্চেন কি ভাবে?

শচী। আমি বলি তোকেই ভাবেন।

তিলো। দেবি! উনি আমার জন্যে ভাব্‌বেন কেন? আমি ত মরি নাই।

শচী। বালাই! ও লো এমন কথা বলিস্ নে! তুই মলে আমাদের স্বর্গ অন্ধকার হবে।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

(শচী সিংহাসন হইতে ভূতলে উপবেসন।)

ইন্দ্র। প্রিয়ে! কেন, কেন? তুমি উঠে বস। (হস্তধারণ—শচী মৌন।) প্রিয়তমে! নন্দন কাননে অপ্সরা সকলে

তোমার প্রতীক্ষা করে রয়েছে, তুমি সেথা না গেলে নৃত্য করবে না; চল। কেন, এমন করে রইলে কেন? (তিলোত্তমাকে অবলোকন করিয়া) এই যে তিলোত্তমা এখানে!

তিলো। দেব! দেবি আমাকে ডেকেছিলেন, আমি তাই এসেচি।

ইন্দ্র। ইনি আজি এমন করে রয়েছেন কেন?

তিলো। তা আমরা কেমন করে জানব? কি হয়েছে আপনি জিজ্ঞাসা করুন।

[নেপথ্যে বীণাধ্বনি]

ইন্দ্র। প্রিয়ে চল, আর বেলা নাই। এই বেলা পারিজাত পুষ্প চয়ন করি গে, আর তোমার উত্তম করে সজ্জা করে দিইগে।

সুলো। (যোড় হস্তে) দেব! কেন দেবির কি আজি ভাল সজ্জা হয় নাই?

ইন্দ্র। হবে না কেন, বেস হয়েছে! তথাপি আমার মনোবাঞ্ছা পুর্ণ করা চাই ত।

শচী। আর অমন মন রাখা কথা কইতে হবে না, আপনি এখান হতে যান।

ইন্দ্র। প্রিয়ে! কোথা যেতে বল?

[নেপথ্যে পুনর্ব্বার বীণাধ্বনি।]

শচী। তিলোত্তমা, শোন্ ত অমন করে গান কচ্চে কে রে?

তিলো। দেবি! রম্ভার মতন লাগচে যেন।

ইন্দ্র। প্রিয়ে! চল, আর বিলম্ব করো না।

শচী। আঃ! এ ত ভারি দায়! আমি না গেলেই কি নয়?

ইন্দ্র। (বিনয়ে) প্রিয়তমে! আমার মাথা খাও, আর কিছু বলো না, চল।

শচী। তবে চলুন; আয় লো তিলোত্তমা, আয়।

[সকলের প্রস্থান]

শচী তীর্থ—সরোবর ও দেব উপবন।

মুরজা দেবির প্রবেশ।

মুর। (স্বগত) কৈ কেউ ত এখনও এখানে আসেন নাই। (চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া) উঃ! এখনও ভাল করে ফরসা হয় নাই! এখন ত আমি একলা জলে নাব্‌তে পার্‌ব না। একটু এই খানে থাকি, বেলা হউক। (ইতস্ততঃ ভ্রমণ) আহা! কমল বনে কি শোভা হলো! এক একটী করে সব কমলিনী ফুটে উঠ্‌লো।

[নেপথ্যে ধ্বনি]

ইঃ! এই যে কমল গন্ধ পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মধুকর সব আস্‌চে, দেখি দেখি এখন পদ্মিনী কি করে।

[কমলে ভ্রমরের উপবেসন।]

ছি! ছি! ছি! কমলিনী, তোমার একি কর্ম্ম! তোমার পতি দেব দিবাকর, জগতের আরাধ্য বস্তু! তুমি এই জঘন্য পতঙ্গতে রত হইলে? ছি! ঘৃণা নাই? হায়! হায়! তুমি কেবলই সুন্দর? গুণাগুণ বোধ না থাকলে সৌন্দর্য্যের কি এই দুর্গতি? কমলিনী, তোমার ব্যবহারেই আমাদের নারী-কুলের দর্পচূর্ণ!

[নেপথ্যে শব্দ]

কে যেন আস্‌চে। কার যেন কথা শুন্‌তে পেলেম।

শচীদেবী, রম্ভা, মেনকা, এবং তিলোত্তমার প্রবেশ।

শচী। এই যে সখি যক্ষেশ্বরী! তুমি এখানে কতক্ষণ এসেচ?

মুর। শচীদেবী! আমি ঘুম ভেঙ্গেছে আর অমনি উঠে এসেছি; তখন ফরসাও হয় নাই।

শচী। তবে ত তুমি খুব এসেচ! আমার যে ভোরে ঘুম ভাঙ্গেনা।

মেন। (সরোবরে অবলোকন করিয়া রম্ভার প্রতি) দেখ্ লো! এই দেখে এলেম মধুকর মালতী পুষ্পে মধু পান কচ্ছিল; আবার এখানে এসে গুন গুন কচ্চে দেখ্।

রম্ভা। ওর মুখে আগুণ, ওকি এক ঠাঁই থাকে নাকি?

মুর। শচীদেবী! এখন তোমার সুরপতি কেমন?

শচী। সখি! আর তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করো না। তাঁর কি আর সুখভোগে মন আছে?

মুর। কেন, কি বলেন?

শচী। বল্‌বেন আর কি? সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন।

মুর। কেন শচী? এত ব্যস্ত কিসে? এখন ত দৈত্যদের তেমন দৌরাত্ম্য নেই।

[সরসীর কূলে সকলের উপবেসন]

শচী। দেখ সখি! উর্ব্বশীর কি অহঙ্কার! এমন যে দুর্ব্বাসা ঋষি, তাঁকে দেখ্‌লে গায়ের রক্ত শুকিয়ে যায়! তাঁকেই ব্যঙ্গ করেছিল!

মুর। তার তেমনি ফল হয়েছে।

তিলো। কেন, মুনি আবার বর দিয়েছেন ত।

শচী। সে মিছে বর; তা হবার নয়।

মেন। কেন হবার নয়? দেবতারা মনে করলেই হয়।

মুর। (হাস্য মুখে মেনকার প্রতি) ইনিও একটী কম নন্।

মেন। (হাস্য মুখে) দেবি! দেবতারা আমাদিগে যখন যেমন আজ্ঞা করেন, আমাদিগে তাই করিতে হয়।

শচী। সখি! তোমাদের এই কথাটা আমি বড় বুঝ্তে পার্‌লেম না।

মুর। শচীদেবী! তুমি কিছুই বুঝ্তে পার না, আর তোমার মনে কিছুই থাকে না।

শচী। কৈ কি কথা, তাই ভেঙ্গেই বল না?

মুর। আঃ! কি দায়! সে দিন যে বিশ্বামিত্র ঋষির ধ্যান ভঙ্গ কর্‌তে মেনকা গিয়েছিল না?

শচী। হাঁ হাঁ বটে! ও লো মেনকা!

মেন। দেবি! কি আজ্ঞা হয়?

শচী। সেই বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ তুই কেমন করে কর্‌লি লা?

মেন। কেন, তার আশ্চর্য্যই বা কি?

মুর। শুনেছি তিনি না বড় রাগী?

মেন। তা হলেন্‌ই বা?

শচী। (সহাস্যে) আমাদের মেনকা সে ভয় করে না।

মেন। ভয় কেউ করেন না; আপনারা মনে বুঝে দেখুন্।

শচী। তাই বটে! এখন বল্ কি করে কি কর্‌লি?

মেন। উচিত কথায় রাগ করেন্ কেন?

শচী। না রাগ করি নাই; তুই বল্।

মেন। তবে শ্রবণ করুন্। সুরপতি বসন্ত রাজকে আজ্ঞা দিলেন যে তুমি সপরিবারে সেই খানে যাও।

শচী। আঃ! সে দিন মনে হলে এখনও ভয় পায়।

মুর। শুধু তোমাদের ভয় নয়, সকল দেবতারই ভয় হয়েছিল। (মেনকার প্রতি) তার পর?

মেন। তার পর আমরা ত সবাই গেলেম; গিয়ে দেখি যে একটা বিকট মূর্ত্তি, মাথায় জটা! (সকলে হাস্য) সর্ব্ব অঙ্গে ছাই মাখান! লম্বা লম্বা দাড়ি! চক্ষু দুটি বুজে বসে রয়েছে!

সকলে। (উচ্চ হাস্য) তার পর?

মেন। এমনি তেজ, যেন সাক্ষাৎ সূর্য্যদেব!

মুর। তার সন্দেহ কি?

মেন। দেখে এমনি ভয় হলো যে নিকটে যেতে কেউ পার্‌লে না।

শচী। তুই কি কর্‌লি?

মেন। আমি বল্‌লে না প্রত্যয় যাবে, আমি তাঁর সাক্ষাতে ভয়েতে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম। দেবি! সেই সময়ে আবার কি মধুময় সময় উপস্থিত হলো!

শচী। (সহাস্যে) মেনকা সেই মুনির জন্যে তোর মন কেমন করে না রে?

মেন। দেবি! আপনাদের অনুগ্রহে আমি যে কার জন্যে কাঁদ্‌বো, তা ভেবে আর ঠিক কর্‌তে পারি না।

মুর। কেন, মুনিরা কি ভাল করে কথা কৈতে জানেন না?

মেন। (পরিহাসে) কেন, জান্‌বেন না কেন?

মুর। তাঁরা চির দিন অনাহারী, সর্ব্ব সুখে বঞ্চিত।

রম্ভা। তা আর হতে হয় না। কামিনীতে কেউ বঞ্চিত নন। (মেনকার প্রতি) তার পর?

মেন। তার পর যেন অমৃত বর্ষণ হতে লাগিল। এক দিকে কোকিল কুহু কুহু ধ্বনি করতে লাগিল; আবার

ভ্রমর গুন গুন স্বরে গান কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে; মলয়া বাতাস দিতে লাগিল; পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হলো; তার সৌরভে বন পর্ব্বত আমোদ কর্‌লে; তাতে প্রথম চৈত্র মাস, পূর্ণিমার রাত্রি, শশধর কিরণ পৃথিবী এমনি আলো কর্‌লে! কি আর বলিব দেবি, এ সময়ে রতি নাই। সে যদি থাকিত, তবে আরও কত শুন্‌তে পেতেন।

মুর। আ! রতির অগম্য কোন স্থান নাই!

তিলো। দেবি! সেই ত ও সব কর্ম্মের মূলাধার।

শচী। তা ত মিথ্যা নয়! ওঁদের দুটিকে নমস্কার! যার উপর যখন লাগেন, তার সর্ব্বনাশ করেন আর কি।

মুর। (সহাস্যে) শচী দেবী! তোমারই অধিক ভয়।

শচী। (সহাস্যে) ওলো মেনকা বল্ না তার পর তোরা কি কর্‌লি?

মেন। তার পর মদন পঞ্চবাণে ঋষির বক্ষঃস্থল ভেদ কর্‌লে।

সকলে। (সকৌতুকে) তার পর, তার পর কি হলো?

মেন। তার পর তিনি যেই চেয়েছেন, রতি মদন অমনি কোথা পালিয়ে গেল আর দেখ্‌তে পেলেম না।

শচী। (সহাস্যে) হাঁ পালাবেন বৈ কি? ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় করে।

মুর। ধন্যি মদনের সাহস!

শচী। ভগবান ভবানী পতি, তাঁরই ধ্যান ভঙ্গ করতে গিছিলো।

মেন। দেবি! উচিত বল্‌তে হয়, রাগ টাগ করবেন না। ভয় যে কাযেকাযেই কর্‌তে হয়। দেবতারা

আপনার কাযের জন্য আমাদিগে যখন যা আজ্ঞা করেন, তাই কর্‌তে হয়, আর আমাদের যখন সর্ব্বনাশ হয় তখন আর কেউ কোথাও থাকেন না।

মুর। ও লো! তাতে ত তোর কিছু অসুখ নাই! এখন বল্ কি হলো।

মেন। আমি মরি আর বাঁচি, সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেম।

শচী। খুব্ তোর ভরসা যা হক্। তার পর?

মেন। তার পর তিনি আমার মুখ পানে চেয়েই রৈলেন।

শচী। আর কি কর্‌লেন?

মেন। তার পর আর কি? আবার কি করবেন?

[নীরব]

মুর। শচীদেবী, আরও শুন্‌তে চাও না কি?

শচী। দেখ, আমাদের অমর কুলের নারীর মধ্যে রতি যেমন চতুরা অমন আর দুটি নাই।

রম্ভা। কেমন চুপে চুপে শম্বরের দাসী হয়ে থেকে আপনার কার্য্য সিদ্ধি কর্‌লে!

শচী। (সহাস্যে) আমাদের রম্ভা সব জানে; যে যা করে।

রম্ভা। দেবি! আপনারা হচ্চেন অন্তর্যামি, সকলই জান্‌তে পারেন। আম্‌রা ত তা নই, আর মনেও কপট নাই; যখন যা শুনি অমনি বলে ফেলি।

[মধ্যাহ্ন শঙ্খধ্বনি]

সকলে। (সচকিত চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ইঃ! কথায় কথায় বেলাটা ঢের হয়েছে রে। চল চল ঘরে যাই।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বারাবতী।

নারদের প্রবেশ।

নার। আমি অমরাবতীতে শুনে এলেম, মহর্ষি দুর্ব্বাসা উর্ব্বশীকে অভিসম্পাত করেছেন; তা উর্ব্বশী এক্ষণে অবন্তী-রাজগৃহে অবস্থিতি করিতেছে, আর ইন্দ্রও তাহার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন। অনেক দিন বিবাদটাও লাগান হয় নাই। আমি নারদ, এমন সুযোগে চুপ করেই বা কি করে থাকি? কলহ যাহাতে শীঘ্র লাগে এমন উদ্‌যোগ কর্‌তে হলো। খুব একটা যুদ্ধ হয় কিসে?

[নয়ন নিমীলিত করিয়া মনে মনে চিন্তা]

হাঁ হয়েচে। এক বার যাই দ্বারাবতী, কৃষ্ণকে এই সংবাদ দিয়ে আসি। তিনি শুন্‌লেই হবে। বীণাটা ভাল করে বাঁধি। (উচ্চহাস্য ও বাহু তুলে নৃত্য করিতে করিতে উচ্চস্বরে গান।)

গীত।

ওহে কৃপা সিন্ধু, তুমি দীন বন্ধু, পাপ সিন্ধু মাঝে, পতিত এ জন।
নিস্তারিতে জীবে, হরি নাম ভবে, ভবারাধ্য তুমি, করেছ ধারণ॥
ভজন পূজন, হীন ক্ষীণ দীন, কি হইবে গতি, ভাবি নিশি দিন।
যদি দয়া করি, দয়াময় হরি, দিয়ে চরণ তরি, করহে তারণ॥

[প্রস্থান]

দ্বারকা রাজান্তঃপুরে রুক্মিণী সত্যভামা জাম্বুবতী কালিন্দী লক্ষণা ও পরিচারিকার প্রবেশ।

সত্য। দেখ দিদি, আমি বুঝ্‌তে পারিনা, তাই তোমার

সঙ্গে ঝকড়া করে মরি; তা আমার মাথা খাও বোন্, মনে টোনে কিছু করো না।

রুক্মি। (স্বগত) ইনি যে আজি বড় ভাল মানুষ দেখ্‌চি ? (প্রকাশে) সত্যভামা তোমাকে যে বড় ব্যস্ত দেখ্‌চি ? কেন, কথাটাই কি বল না।

সত্য। আজি নারদ কেন এসেছিল তা জান ?

রুক্মি। কেন, নারদ ত প্রায় আসে; সে ত আজি নতুন আসে নাই। কেন, কি হয়েচে ?

সত্য। কি হয়েচে তা শুন্‌বে ?

রুক্মি। হাঁ বল।

কালি। (জাম্বুবতীর প্রতি জনান্তিকে) দেখ মেজ্‌দিদি, সে দিন সেজ্‌দি একটি ফুলের জন্যে বড়দিদির সঙ্গে কি না কর্‌লে! আবার আজি দুজনে ভাব দেখ। বাবা ওঁদের ভাব বোঝা যায় না।

জাম্বু। তা ঘর কর্‌তে হলে অমন হয় বোন্। চুপ কর্; কি কথা হচ্চে শুনিগে।

সত্য। কেজানে বোন্ কোন্ রাজা বনে হতে একটা ঘুঁড়ি ধরে এনেচে।

রুক্মি। তা এনেচে, তা তুমি অমন কচ্চ কেন ?

সত্য। আঃ! আগে শোনই না। সেটা বহুরূপী।

সকলে। সে আবার কেমন ?

সত্য। আবার মানুষ হয়।

সকলে। দূর! ও মিছে কথা!

সত্য। না মিছে নয়; উনি যে সেখানে দূত পাঠিয়ে দিলেন।

রুক্মি। কেন দিলেন ?

সত্য। ইনি চেয়ে পাঠালেন।

রুক্মি। কি বলে চাইলেন ?

সত্য। ভিক্ষে স্বরূপ।

কালি। অবাক! এঁর যে আর কিছুতেই কিছু হয় না! এই আমরা এত গুল, আর বালক-কালের কথা শুনি যে গোপের মেয়ে কত ছিল! ছি মা ছি! এ কি লজ্জার কথা! এখন আর এত বয়েসে ও সকল ভাল দেখায় না। ছেলে পিলে সব শুনে কি মনে কর্‌বে ?

জাম্বু। ঐ তাই নারদ আসে, আর উনিও তাকে বড় ভাল বাসেন ?

কালি। আজি নারদ কি মনে করে এসেছিল বোন্! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমনি চলে গেল!

রুক্মি। তবে তোমাদেরও ঘরে গিয়েছিল নাকি ?

জাম্বু। হাঁ, আমার ওখানে গিছিল, কিছু বল্লে না। আমি প্রণাম করে বস্‌তে আসন দিলেম; তা বঁস্‌ল না।

রুক্মি। ওর্ কেবল বিবাদ লাগাতে আসা বৈ ত নয়!

সত্য। ঐ বুড়ই ঘরে ঘরে ঝকড়া লাগিয়ে দিয়ে যায়। ও না মলে আর আমাদের সুখ হবে না বোন্।

রুক্মি। ওর্ কি মরণ আছে? ও যে অমর।

লক্ষণা। ঠাকুরাণি, আপনারা যে কথা বল্‌ছিলেন, আমিও তাই শুনেচি।

রুক্মি। তুমি কোথা শুন্‌লে ?

লক্ষ। আমি কোথা শুন্‌লেম? বট্‌ঠাকুর আজি তুপর বেলা বড়্‌দিকে ঐ বল্‌ছিলেন।

জাম্বু। কি বল্‌ছিল ?

লক্ষ। এই বল্‌ছিলেন যে, উর্ব্বশী ত মুনির শাপে রাজার ঘরে আছে।

সত্য। (ব্যস্ত হইয়া) তার পর ?

লক্ষ। তার পর তিনি বল্লেন যে, পিতা মহাশয় তাই শুনে তাকে আন্‌তে দূত পাঠালেন।

জাম্বু। যদি সে না দেয় ?

লক্ষ। তাও শুন্‌লেম, না দেয় ত জোর করে আন্‌বেন। আমি বাইরে হতে এই শুন্‌লেম, আর কি বল্লেন তা শুন্‌তে পেলেম না।

সকলে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) ইঃ! এদ্দূর পর্য্যন্ত ?

রুক্মি। উর্ব্বশীটা কে ? কার্ মেয়ে রে ? তার নাম ত কখন শুনি নাই।

লক্ষ। মা, আমি বোধ করি বড়্‌দি তাকে জানে।

রুক্মি। তবে এক বার রতিকে ডেকে আন্‌ ত।

লক্ষ। এখানে কে আছিস্ রে ?

পরি। কি আজ্ঞে ?

লক্ষ। ওরে, তুই একবার বড়্‌দিকে এখানে শিগ্‌গির ডেকে আন্ ত।

পরি। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান]

রতির প্রবেশ।

রতি। (প্রণাম করিয়া) কেন মা ? আমাকে ডেকেচেন ?

সকলে। এস, বাছা জন্মাইতি হয়ে থাক।

রুক্মি। (রতিকে কোলে করিয়া) আমি এখন এদের মুখ পানে চাইলে সব ভুলে যাই।

লক্ষ। বড়্‌দি, সেই তখন তোমরা যার কথা বল্‌ছিলে, বল না।

[রতির নয়ন ভঙ্গি দ্বারা লক্ষণাকে নিষেধ]

জাম্বু। (রতির প্রতি) উর্ব্বশী কে? কোথা থাকে? তুমি কি তাকে জান বাছা?

রতি। হাঁ মা, জানি। সে যে স্বর্গের বিদ্যাধরী।

কালি। (স্বগত) উঃ! সামান্য মেয়ে নয়!

সত্য। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

সে স্বর্গের বিদ্যাধরী, না জানি কেমন নারী,
শুনে মনে বড় পাই ব্যথা।
উপায় না দেখি ভেবে, সবার আদর যাবে,
সে ধনী যদ্যপি আসে হেথা ॥
কি দায় ঘটালে এসে, নারদ সে সর্ব্বনেশে,
কি সংবাদ দিলে হায় হায়!
একে সতীনের জ্বালা, সদা প্রাণ ঝালা পালা,
হইল দায়ের পর দায় ॥

কালি। সেজ্ দিদি, তুমি কি ভাব্চ?

সত্য। কি আর ভাব্ব?

জাম্বু। (স্বগত) রতিকে একবার ভাল করে জিজ্ঞাসা করি।
(রতি প্রতি নিরীক্ষণ)

রতি। ঠাকুরাণী, কি আজ্ঞা হয়?

জাম্বু। মনে বড় লজ্জা হয়, তোমাকে গো এ বিষয়,
জিজ্ঞাসা করিতে বার বার।
বল দেখি বিধুমুখি, মা[illegible] সদৃশ সে কি,
অপ্সরার কেমন আকার?

রতি। মা,
বর্ণিব কি একাননে, রূপবতী ত্রিভুবনে,
তার সমা দেখি না নয়নে।

জানে গীত বাদ্য নৃত্য, দেবের মোহিত চিত্ত,
করে ধনী আপনার গুণে ॥
চিরদিন অনাহার, অস্থি চর্ম্ম মাত্র সার,
তপস্যা করেন যেই যোগী।
হেরিলে উর্ব্বশী মুখ, বিসর্জ্জি পবিত্র সুখ,
তখনি হয়েন অনুরাগী ॥

সত্য। দিদি, এতক্ষণে বুঝ্‌লেম সেই যার কথা পুরাণে আছে। সেই উর্ব্বশী স্বর্গের বেশ্যা; তার অনেক বয়েস্‌!

রতি। না মা, সে চির-যৌবনা। যেমন রূপ, তার তেমনি গুণ?

লক্ষ। বড়দি, সত্যি করে বল দেখি, সে কি তোমার চেয়েও সুন্দরী?

রতি। দুর পাগল! মুনি ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ কর্‌বার জন্যে দেবতারা তাকে সৃজন করেচেন।

রুক্মি। (পরিহাস্যে সত্যভামার প্রতি) এইবারেই প্রতুল! সে এলে আর কারই আদর থাক্‌বে না।

সত্য। (সরোষে) না থাকে নাই! তার আবার ভয় কি?

[সকলের প্রস্থান]

অন্তঃপুরে উষা ও চিত্রলেখার প্রবেশ।

উষা। সখি, শিগিগর করে আমার মাথা বেঁধে দাও; আজি আর অনেক গহনা পরিয়ে দিও না। ঐ দেখ বেলা নাই, তুমি সঙ্গীত-শালাতে গিয়ে নিপুণিকাকে নৃত্য কর্‌তে বল গে। আর তুমি আপনি বীণা বাজাও গে। কেন সখি, তুমি অমন

করে রয়েচ কেন? তোমার কি হয়েচে? কেন চুপ করে রয়েচ? কথা কও না।

চিত্র। রাজকন্যে, আজি সত্যভামা দেবী আমাকে আজ্ঞা দিলেন,—

উষা। কি আজ্ঞা দিলেন?

চিত্র। তিনি এই বল্লেন যে, ওলো চিত্রলেখা, তুই যেমন করে প্রত্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধকে চুপে চুপে হরণ করে সেই বাণ রাজার কন্যা উষার অন্তঃপুরে নিয়ে রেখেছিলি, তেমনি করে দেব রেবতীনাথকে কোন গোপনীয় স্থানে রেখে আয় দেখি।

উষা। প্রিয় সখি, তাঁর কথায় তুমি কি উত্তর করলে?

চিত্র। আমি স্বীকার করেছি।

উষা। (হাস্যবদনে) সখি, তোমাকে সকলে কুহকিনী বলে; আরও বল্‌বে যে?

চিত্র। তা বলুক।

উষা। তবে কেন ভাব্‌চ?

চিত্র। ভাবনা এমন কিছু নয়, আমার বলদেবকে বড় ভয় করে তাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

অন্তঃপুরে সত্যভামা এবং রুক্মিণীর প্রবেশ।

রুক্মি। সত্যভামা, বট্‌ঠাকুরের সঙ্গে কি তামাসা করা ভাল দেখায়?

সত্য। দিদি তুমি চুপ করে থাক না। দেখ; হক্‌ না কেন।

রুক্মি। দূর পাগল! কি দেখ্‌ব? তিনি যে রাগী, দেখ চিত্ররেখার কপালে কি করেন্।

সত্য। কি কর্‌বেন? তাকে কি তিনি দেখ্‌তে পাবেন?

দূরে প্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

সত্য। (নিরীক্ষণ করিয়া কৃষ্ণ ভ্রমে) দিদি চুপ কর, ঐ দেখ উনি আবার আস্‌চেন।

[উভয়ে উচ্চহাস্য]

প্রদ্যু। (স্বগত) আজি মা কেন আমাকে দেখে এমন করে হাস্‌চেন আর কি বল্‌চেন? এখন যাব না। এই খানে একটু দাঁড়াই।

সত্য। আবার ভঙ্গী করে ঐখানেই যে রইলেন? (হাস্য) দিদি তুমি এক বার ওঠ না।

রুক্মি। আমি উঠে কি হবে?

সত্য। ওঁর হাত ধরে নিয়ে এস না।

রুক্মি। তুমি যাও না।

সত্য। তুমি ডাক্‌লিই এখনি আস্‌বেন।

রুক্মি। (স্বগত) তোমার সাক্ষেতে ত নয়। (প্রকাশে) সত্যভামা, তুমি এত ব্যস্ত হও কেন? (প্রদ্যুম্নকে নিরীক্ষণ করিয়া সত্যভামার প্রতি) আ মরণ আর কি! এ কারে দেখে এমন করে রে? এ যে মদন!

সত্য। (সলজ্জ) ও মা তাই ত! কোথা যাব! কি লজ্জা! কি লজ্জা!

[সকলের প্রস্থান]

অন্তঃপুরে উষা এবং চিত্রলেখার পুনঃ প্রবেশ।

চিত্র। (সহাস্য মুখে) রাজকন্যে, রেবতী দেবীকে তুমি কি বল্লে?

উষা। আমি এই বলেচি যে, বট্‌ঠান দিদি, আপনার উদ্যানে যে সঙ্গীত-শালা আছে, সেই খানে ঠাকুর্‌দাদা নৃত্যকীকে নিয়ে কি করেন তা কিছু জানেন?

চিত্র। তোমার কথা শুনে তিনি কি বল্লেন?

উষা। তিনি কিছুই বল্লেন না, চুপ করে রইলেন।

চিত্র। রাজকন্যে, অনেক রাত্রি হয়েচে, তুমি শয়নাগারে যাও; আর কেন? যাই, আমিও শুই গে।

উষা। তবে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

উপবনে রেবতী এবং পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। দেবী, একটু ধিরি ধিরি চলুন; এ পথ বড় ভাল নয়।

রেব। (সভয়ে) সুদেবি, তুই আমার হাত ধরে নিয়ে চল্। আর ভাল পথ দিয়ে চল্।

পরি। দেবী, ভয় কি? আসুন এই পথ দিয়ে।

রেব। ওরে সুদেবী!

পরি। কি আজ্ঞে?

রেব। আমরা কোথা দাঁড়াব বল্ দেখি?

পরি। তার ভাবনা কি? আসুন।

রেব। পাছে কেউ দেখ্‌তে পায় রে?

পরি। না দেবী সে ভয় নাই, চলুন।

রেব। আজি এক খান কর্‌বই কর্‌ব।

[উভয়ের প্রস্থান]

অট্টালিকার মধ্যে বলরামের নিদ্রাভঙ্গ।

বল। (ইতস্তত: নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি! আমি কোথায় এলেম? এ ত অন্তঃপুর নয়। কি? আমি কি এ স্বপ্ন দেখ্‌চি নাকি? না, তাই বা কি করে বল্‌ব?

আমি ত নিদ্রিত নই। তাই ত, কি আশ্চর্য্য! কখন ত এমন হয় না! সকলে বলে নিশিতে পিশাচীতে নিয়ে যায়; আমি ত তা কখন বিশ্বাস করিতাম না। এ কি? আমার এ ভ্রম, আর কিছু নয়। কি কোন কুহকিনীর কুহকে পড়িলাম? রাত্রি এখন কত তাও যে জান্‌তে পার্‌লেম না।

[নেপথ্যে কোকিলের ধ্বনি]

না, আর অধিক রাত্রি নাই। (আরক্ত লোচনে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ)

গবাক্ষ পথে রেবতী এবং পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। (জনান্তিকে) দেবী, আপনি যে রাগে বড্‌ড কাঁপ্‌চেন; স্থির হউন্।

রেব। সুদেবী, দেখ্ এঁর এক বার ভঙ্গীটা দেখ্। ইঃ! চোখ্ দুটো এক বার লাল হয়েচে দেখ্।

পরি। দেবী, ওঁর ত সহজেই এমনি রাঙ্গা চোখ্।

বল। (স্বগত) এ আবার কি? এ ত নির্জ্জন স্থান। কে যেন কি বল্‌চে।

পরি। (সভয়ে) দেবী, ঐ দেখুন চুপ করুন্; উনি টের পেয়েচেন বুঝি।

রেব। আরে না, টের পান নাই?

বল। কে রে?

উভয়ে। তাই ত কি হবে?

বল। হাঁ, পেত্নিই ত বটে। পাপীয়সী, আমার নাম বলভদ্র, আমি ক্রোধ কর্‌লে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ কর্‌তে পারি। আমার কাছে মর্‌তে এসচ? (অমনি পালঙ্ক হইতে লম্ফ)

পরি। দেবী, কি হবে, কোথা পালাব?

[বলরাম শব্দানুসারে বেগে এক দিকে গমন, এবং রেবতী ও পরিচারিকা অন্য দিক্ দিয়া পলায়ন]

পরি। দেবী ঐ ধর্‌লে, চলুন চলুন। (রোদন)

রেব। আরে, চুপ্ কর্ চুপ্ কর্।

[সকলের প্রস্থান]

অন্তঃপুরে রেবতী সত্যভামা উষা ও চিত্রলেখার প্রবেশ।

চিত্র। (হাস্য মুখে) দিদি ঠাকৃরুন্ প্রণাম।

[সকলে হাস্য]

উষা। ঠান্‌দিদি, চিত্রলেখাকে পুরস্কার দিন্।

রেব। আমি দেব কেন?

চিত্র। তবে কে দেবে?

রেব। তুই যার কাজ কর্‌লি সেই দেবে!

সত্য। ও লো চিত্রলেখা, পুরস্কার নিবি তা কি কর্‌লি বল্ দেখি?

চিত্র। (সহাস্য) দিদি ঠাকরুন্, কাজ না কর্‌লে কি কেউ কারু কাছে কিছু চাইতে পারে?

রেব। তবে যেমন কর্ম্ম তেমনি পুরস্কার পাবি।

চিত্র। তা কেন হবে?

[সকলে উচ্চ হাস্য এবং প্রস্থান]

দণ্ডীরাজার নিকেতন।

মন্ত্রীদ্বয়ের প্রবেশ।

প্রথম। (স্বগত) যে দিন হতে ঐ অলক্ষণে ঘুঁড়িটা এসেচে, সেই দিন হতে মহারাজের মনটা কেমন হয়েচে যেন।

দ্বিতী। মহাশয়, আপনি মনে মনে কি ভাব্‌চেন?

প্রথ। আর কিছু নয় হে, মহারাজের লক্ষণ ভাল নয়।

দ্বিতী। তাই ত মহাশয়! আর রাজকার্য্য কিছুই ত করেন না!

প্রথ। কর্‌বেন কখন্? তামাম দিন ত কেবল ঘুমিয়েই থাকেন।

দ্বিতী। যদিও উঠেন, তখনই অমনি সেই উদ্যানে বেড়াতে যান্। রাজা হয়ে রাজকার্য্য না কর্‌লে দুর্নাম আর শত্রুবৃদ্ধি হয়।

[উভয়ের প্রস্থান]

উদ্যানস্থ সরোবরে অগ্রে মালতীর প্রবেশ, পরে উদ্যান মধ্যে মাধবীর প্রবেশ।

মাধ। বলি ও মালতী! ও লো মালতী! তুই কোথা গেলি লো?

মাল। আ মর! আমি এই যে ঘাটে লা। অমন করে গোল করিস্ কেন্ লা? হেথা আয় না লা।

মাধ। এখন তুই নাস্‌নে লো, নাস্‌নে। আগে ফুল তুল্‌সে; রাজ মহিষী ফুল নে যেতে বলেচেন।

মাল। (উচ্চস্বরে) ঢের বেলা হয়েচে রে! ঘরে কত কর্ম্ম আছে। আমি শিগিগর করে নেয়ে নি; তুই ফুল নে আয়।

মাধ। (ফুল লইয়া) ঘরে আগে চল না?

মাল। কেন, তুই কি কর্‌বি?

মাধ। আমি রাণীকে বল্‌ব, মালতী ফুল তোলে নাই।

মাল। তাই বলিস্।

[অবগাহনান্তর উভয়ের ভ্রমণ]

মাল। এই বাগানে তখন আমরা রোজ্ রোজ্ বেড়াতে আস্‌তুম লো।

মাধ। হেঁ লা মালতী দিদি! এখন মহারাজ এখানে একলাই আসেন, আর রাণীকে নিয়ে আসেন না। কেন্ লা?

মাল। ধর্ম্ম জানেন? কেমন করে জানব বোন্?

মাধ। রাজা ত এখন রাত্তিরেও ঘরে থাকেন না। রাজমহিষী কত মনে দুঃখ করেন; রাজা আর তেমন ভাল বাসেন না। তবে রাজা আর কোথাও যায় লো, তাই অমন করে?

মাল। কে জানে? (অশ্বগৃহের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে আবার এখানে একটা নতুন ঘর হয়েচে!

মাধ। দিব্বি ঘরটি করেছে। ওর ভিতরে এক বার ঢুকে দেখি চ না দিদি!

মাল। না লো না; কাজ্ নাই। রাজা এখানে সর্ব্বদাই আসেন; আমার বড় ভয় করে বোন্!

মাধ। এখন রাজা কোথা লা? দুপর বেলা, এতক্ষণে বৈটকখানায় ঘুমুচ্চেন।

মাল। তবে চ লো; শিগিগর করে; কেউ দেখ্‌বে টেক্‌বে বোন!

মাধ। কেন? আমাদের ভয় কি? আমরা রাজমহিষীর সখি, আমাদিগে কে কি বল্‌বে?

[উভয়ের গৃহমধ্যে প্রবেশ]

মাধ। ও লো দিদি দেখ্ লো, ঘরের একবার সজ্জা দেখ্।

মাল। তাই ত লো! আহা! এমন ঘরে রাণীকে নিয়ে আসেন না; বড় মনে দুঃখ হয় বোন্।

মাধ। (ব্যস্ত হইয়া) ও লো দিদি, দেখ্ লো! ঘরের ভিতরে একটা ঘোঁড়া রয়েচে লো! ভাগ্যি আমাকে মারে নাই! একটা নাথি মেলেই অমনি মরে যেতেম বোন্।

মাল। অবাক্ করেছে! তুই যে গেলি লো! কৈ ঘোঁড়া কৈ? ও মা তাই ত!

মাধ। ওর্ মুখের দিগে যাস্‌নে লো! কামড়ে টামড়ে দেবে!

মাল। ভাই, এমন ঘোঁড়া ত কখন দেখি নাই; সুবুদ্ধি আর দেখ্‌তেও মন্দ নয়। সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর। আহা! দেখে চক্ষু জুড়োয় ভাই।

মাধ। হাঁ ভাই, এ কথা সত্যি। এমন চমৎকার ঘোঁড়ার গড়ন কোথাও দেখি নাই। আর কেমন সতেজ দেখ্‌চ?

মাল। মাধবি, তুই হোথা কেন? এদিগে আয়না লা।

মাধ। কেন, ওর কাছে গিয়ে কি হবে?

মাল। আমার ইচ্ছে হয় ভাই ওর গায় হাত দি।

মাধ। তা দেনা লা।

মাল। তুই সরে আয় না, কিছু বল্‌বে না।

মাধ। না! বল্‌বে না! ওকে কি বিশ্বাস আছে লা? পশু বৈ ত নয়।

মাল। হক্ পশু।

মাধ। তা কি আজি সমস্ত দিন ঘোঁড়া নিয়েই থাক্‌তে হবে নাকি?

মাল। তা যাব তার এতই কি? আর একটু থাক্ না লা।

মাধ। (হাস্য মুখে) তুই যে কচ্চিস্, যেন বিয়েই বা করে ফেলিস্। হেঁ লা, এটা ঘোঁড়া না ঘুঁড়ী?

মাল। পোড়া কপাল আর কি! এমন গড়ন কখন ঘোঁড়ার হয়ে থাকে?

মাধ। না হক্! আজি বুঝি ঘরে যেতে হবে না?

মাল। যাই চল। আবার এক দিন এসে দেখে যাব।

[সকলের প্রস্থান]

উপবনে দণ্ডী রাজা ও ভৃত্যের প্রবেশ।

রাজা। আঃ! এখনও যে বেলা টা অনেক আছে! কতক্ষণে সন্ধে হবে? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হে সূর্য্য-দেব, আপনি শীঘ্র স্বস্থানে গমন করুন। (চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ ও পুষ্প চয়ন, পরে অশ্ব গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অশ্বিনীর নিকটে গমন, ও অঙ্গে হস্ত দিয়া মুখ চুম্বন) প্রিয়ে, তুমি পৃথিবীর দুর্ল্লভা। তোমার এমন অবস্থা! হা জগদীশ্বর! সকলই তোমারই ইচ্ছে! (দীর্ঘনিশ্বাস, পুনর্ব্বার বাহিরে গমন, ও আকাশে নিরীক্ষণ) আর বেলা নাই; সন্ধ্যা আগত। এখানে কে আছিস্ রে? শীঘ্র আলো জ্বেলে দে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা। (স্বগত) এই রাজা বেটা পাগল হয়েচে, তার আর কোন সন্দ নেই। তামাম রাত্তিরটা এই আস্তাপোলে একা পড়ে থাকে। কি করে তা ভগবান জানেন। অমন সুন্দরী রাজমহিষী, সে বিছেনায় পড়ে পড়ে কান্দেছে। আর কি করবে? লোকে বলে বড় মানুষেরা যা করে তাই সাজে। আমাদের মতন ত নয়, যে পরের ঘরে চাকরি করি। যদি কোন দিন যেতে একটু রাত্তি হয়, তবে অমনি মাগি ঝাঁটা নিয়ে মাত্তে আসে; বলে, মুখ পোড়া

এতক্ষণ কোথা ছিলি? সকলই ভগবানের মর্‌জি। যাই, আর কি কর্‌ব?

[প্রস্থান]

উর্ব্বশীর স্বরূপ ধারণ।

রাজা। (স্বগত) আহা! এমন সুন্দরী কামিনী ত আমি কখন চক্ষে দেখি নাই। আর দেখ্‌বই বা কেমন করে? আমিও ত বড় নির্ব্বোধ! লোকে কথায় বলে যেন স্বর্গের বিদ্যাধরী; প্রিয়ে উর্ব্বশী ত সামান্য একটা রমণী নন! (নিকটে গিয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে, আজি প্রায় সমস্ত দিন তোমারই কাছে রয়েচি। আর রাজ্যের কোন কাজই কর্‌তে পারি না। সকলই মন্ত্রীর উপর ভারার্পণ করেচি। কেবল তোমারই ঐ মুখ খানি মনে মনে ভাবি। প্রেয়সী, দেখো দেখো, এই দাসানুদাসকে অনুগ্রহে রেখ। আমি নিতান্ত তোমারই অধীন।

শুন লো প্রেয়সী, রূপসী উর্ব্বশী, দিনে রই উদাসী,
বিনে দরশন।
হলে সুখ নিশি, সুখার্ণবে ভাষি, প্রকাশিলে তব,
ও শশি বদন॥
দেখো ধনী দেখো, এই ভাবে থেক, ভুলনাক যেন,
অনুগত জন।
বলে কি জানাব, জীবন বিভব, সব তব পদে,
করেছি অর্পণ॥

উর্ব্ব। নাথ! কেন কেন, তুমি এত কাতর হচ্চ কেন? আমি নিতান্তই তোমারই; আমার আর কি উপায় আছে বল দেখি?

কেন হে রাজন, বল কি কারণ, হয় তব মন,
উচাটন এত।
করেছি এখন, তোমাতে অর্পণ, এ জীবন মন,
জন্মেরই মত॥
কৈলা মুনিবর, মম রূপান্তর, হয়ে স্থানান্তর,
ভ্রমিলাম কত।
করি অনুগ্রহ, করিলে হে স্নেহ, তাই হে এ দেহ,
করেছি বিক্রীত॥

[উপবেশন]

মহারাজ, তুমি কি আমাকে বড় ভাল বাস?

রাজা। প্রেয়সি! সে কথা তোমাকে কি করে জানাব? কত ভাল বাসি তা আমিই জানি, আর ধর্ম্ম জানেন।

উর্ব্ব। এ কি মহারাজ! আমি কি তোমাকে অমন করে দিব্বি করতে বল্লেম? এক হাতে কি তালি বাজে বল দেখি? তুমি ভাল বাস, তাই আমিও তোমাকে ভাল বাসি।

রাজা। আহা সুধামুখি! তোমার ঐ কথা শুনে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম তা আমিই জানি। একে ত তুমি পৃথিবীর দুর্ল্লভা, তাতে আবার সুরসিকা, আমার অনেক ভাগ্য, তাই তোমাকে পেয়েচি।

উর্ব্ব। মহারাজ! ভাল বাসা উভয়ের না হইলে কি কখন হয়ে থাকে?

রাজা। (সবিনয়ে) প্রেয়সি! আর অধিক বল্‌তে হবে না। তুমি যে আমার প্রতি সুপ্রসন্ন আছ, তা আমি জান্‌তে পেরেচি। আমি তোমার দাসের যোগ্য নই।

ঊর্ব্ব। অমন কথা বলো না মহারাজ। তুমি হচ্চ পৃথিবীশ্বর, আমি স্ত্রী; আমি তোমার যোগ্য নই?

রাজা। (সপরিতোষে ঊর্ব্বশীর হস্ত ধারণ করিয়া) প্রিয়তমে! এস একবার কুসুম উদ্যানে যাই।

ঊর্ব্ব। চল যাই। নাথ! এই স্থান কি রমণীয়! যেন ঋতুরাজ মূর্ত্তিমান্ হয়ে এই খানেই রয়েছেন। (উত্তর না পাইয়া) নাথ! অমন করে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চ আর ভাব্‌চ কি?

রাজা। সুন্দরি, পূর্ণচন্দ্র হতেও তোমার মুখচন্দ্র উজ্জ্বল, তাই দেখ্‌চি।

ঊর্ব্ব। (সহাস্যে) মহারাজ যাহাকে ভাল বাসা যায়, সেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

রাজা। না প্রেয়সি, তা নয়। ঊর্ব্বশীর উপমার নিমিত্ত উত্তমা কামিনী কি আর আছে? প্রিয়তমা! এই মালতী পুষ্পের মালাটী তোমার জন্যে গেঁথেছি, গলায় পর দেখি। (ঊর্ব্বশী মালা ধারণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস; রাজা সসম্ভ্রমে) প্রিয়ে, কেন কেন, তোমার মনে কি দুঃখ উপস্থিত হলো বল দেখি?

ঊর্ব্ব। মহারাজ, না, কৈ কিছুই ত নয়।

রাজা। (সকাতরে) না প্রিয়ে, আমার মাথা খাও, বল কি হয়েচে।

ঊর্ব্ব। মহারাজ, তবে বলি শোন। যখন স্বর্গে ছিলেম, তখন এমনি করে দেব ইন্দ্র আমাকে পারিজাতের হার দিতেন।

রাজা। চন্দ্রমুখি, আবার কোন্ দিন ইন্দ্র তোমাকে নিয়ে যাবেন; কেবল আমারই বিপদ দেখ্‌চি।

উর্ব্ব। (সবিষাদে) আর মহারাজ, তা কখন হবে না! আর স্বর্গে যাবার যো নাই।

রাজা। দেখ প্রিয়ে, আমি তোমারই অধীন; তোমা বৈ আর কিছুই মনে নাই। এই দীনের প্রতি সদয় থেক।

উর্ব্ব। মহারাজ, আর অধিক বল্‌তে হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

অবন্তীরাজ নিকেতনে রাজ মহিষী, মালতী, মাধবী ও সখীদ্বয়ের প্রবেশ।

মাল। রাজ মহিষি, এমন করে কাঁদ্‌লে কাট্‌লে আর কি হবে বল দেখি? একটু স্থির হও; মহারাজ অবশ্যই শীগিগর আস্‌বেন।

রাণী। মালতী, আমার আর সে আশা নাই। আমার কপালে যা ঘট্‌বার তা ঘটেচে। হায় নাথ! কোথা গেলে? আর কি আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাব না? এই হতভাগিনীকে কি ভুলে গেলে? তুমি এমন নিষ্ঠুর ত ছিলে না। তুমি আর এখন আমাকে চক্ষেও দেখ্‌তে না, আমি তথাপি তোমার আশায় নিরাশ হই নাই। আবার কোথা গেলে আমাকে পরিত্যাগ করে? মহারাজ, তোমার মনে কি এই ছিল? আমি তোমার বিরহে কি করে জীবন ধারণ কর্‌ব? আর আমার কে আছে? হায়, আমার কপালে কি এই ছিল? হা পরমেশ্বর! তুমি কি করলে?

মাল। (চক্ষের জল মুছিয়া) রাজমহিষি, স্থির হও; তোমার রোদন দেখে আমাদের বড় ভয় হচ্চে।

রাণী। আমি আর বাঁচিনে, আমার প্রাণ যায়।

মাধ। তা কি করবে? দশ দিন সয়ে থাক। মহারাজ তোমারি বৈ আর কারু নন্; তখন দেখো পুরুষে ত অমন করে থাকে।

মাল। দুর্ অভাগি! তুই জানিস্ না কি হয়েচে?

মাধ। (জনান্তিকে) হেঁ লা, আবার কি হয়েচে? বল্না দিদি!

মাল। বল্‌বো এখন, চুপ কর। (রাজ্ঞী প্রতি) রাজমহিষি, তিনি যে গেলেন তা কোথা গেলেন কিছু বলে টলে গেলেন?

রাণী। (সরোদনে) তা এমন কিছু বলে গেলেন না। কেবল এই কথাটী বল্লেন যে, আমি বনে হতে যে অশ্বিনী ধরে এনেচি, তা শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রাণান্তেও দেব না এই প্রতিজ্ঞা করেচি, বলিই অমনি বাইরে গেলেন।

[রোদন]

মাল। কি সর্ব্বনাশ! তার পর?

রাণী। তার পর কুমার রোদন কর্‌তে কর্‌তে এসে বল্লে, মহারাজ অশ্বারূঢ়ে একা কোথা গেলেন। সখি, যদি তিনি সর্ব্বত্যাগী হয়ে বিবেকী হলেন, তবে আর আমি এখানে থাকি কেন? আমি তাঁহার অনুগামিনী হই। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাই।

[মূর্চ্ছা]

মাল। হায়! কি হলো! রাজমহিষি স্থির হও।

রাণী। (চেতন হইয়া) মালতি, আমি ত প্রাণেশ্বরের নিকটে কখন কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন দাসীর প্রতি বিমুখ হলেন।

মাল। রাজমহিষি, এদানি মহারাজের সে ভাব ছিল না, কেন বল দেখি?

রাণী। আমি তার কিছুই জানি না; আমি এই জানি যে প্রাণবল্লভ আমার প্রণয় পাশে আবদ্ধ আছেন।

মাধ। তবে কেন গেলেন?

রাণী। দৈব বিড়ম্বনায় না হয় কি? ঘোর বনে নল রাজা নিরপরাধে দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

মাল। রাজমহিষি, দময়ন্তী সতী পুনর্ব্বার পতি প্রাপ্ত হন, তুমিও সেই রূপ মহারাজকে পাইবে তার চিন্তা কি?

রাণী। (সরোদনে) মালতি, মহারাজের প্রত্যাগমনের আর ভরসা নাই, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ বৈরী।

মাল। দেবতার নিকটে অপরাধী হলে শ্রীকৃষ্ণ ক্লেশ দেন, কিন্তু আবার তুষ্টও হন; অতএব তুমি দৈব আরাধনা কর। তুমি সাধ্বী পতি-প্রাণা সতী, তুমি শীঘ্র পতির দর্শন পাইবে।

রাণী। সখি তোমার কথায় আমি তাই করিগে।

[সকলের প্রস্থান]

গহন বনে অশ্বিনী সহিত দণ্ডীরাজার প্রবেশ।

রাজা। (স্বগত) আঃ! সমস্ত দিন পর্য্যটন করে অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে। আর কোথাও যাব না, এই যামিনী আগত, এই খানেই থাকি।

(অশ্বিনী প্রতি ঘন ঘন নিরীক্ষণ) এক বার প্রেয়সীর মুখ শশী দেখি, তা হইলেই আমার এই খানেতেই স্বর্গ সুখ। ইঃ বড় যে অন্ধকার হয়ে এল। আমার অন্ধকার কি? মনের অন্ধকার ত নাই! (ঊর্ব্বশী অধোবদনা) রূপসী এই সসাগরা পৃথিবীতে কেউ ত আমাকে স্থান দিলেন না, এক্ষণে উপায় কি করি। (ঊর্ব্বশী নীরব) কোথা যাই? কি করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়? কিসে মান রক্ষা, প্রাণ রক্ষা হয়? প্রাণেশ্বরি তোমাকে কি রূপে রক্ষা করি? প্রেয়সি, তুমি মৌন হইলে কেন? আমাকে এ সময় সৎ-পরামর্শ যে হয় বল।

ঊর্ব্ব। মহারাজ আর কি বলিবার কথা আছে?

রাজা। কেন তোমার মনে যা হয় তাই বল।

ঊর্ব্ব। সেই সময় ত বলেছিলাম।

রাজা। কি বলেছিলে আমার স্মরণ হয় না।

ঊর্ব্ব। তোমার স্মরণ কি হয়?

রাজা। কেবল তোমার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য মধুর হাসি ও সুধাময় বাক্যই স্মরণ। সেই দিন অবধি এপর্য্যন্তই স্মরণ আছে।

ঊর্ব্ব। মহারাজ সেই বনে তুমি আমাকে ডাকিলে। আমি তোমার মিষ্ট বাক্যে ভুলে গিয়ে অমনি ধরা দিলাম।

রাজা। প্রেয়সি, সেই দিন কি সুখের দিন, আর আজিই বা কি?

ঊর্ব্ব। সে সকল কথায় এখন আবশ্যক কি? মহারাজ আমাকে দেখে তুমি ভয় পাইলে, আমি তোমাকে

সান্ত্বনা করিলাম। তুমি আমাকে দেখে অধৈর্য্য হলে।

রাজা। সুন্দরি এমন সুন্দর মুখ খানি দেখে কি ধৈর্য্য হয়ে থাকা যায়?

উর্ব্ব। মহারাজ, আমার কথা তোমার মনে নাই।

রাজা। আর এমন কি কথা।

উর্ব্ব। আমি বলেছিলেম আমার সহিত প্রণয় করো না, পরে প্রমাদ ঘটিবে; তাই ত হল। সুধু তোমার নয়, উভয়েরই।

ওহে পৃথ্বীশ্বর, এক্ষণে কাতর, হইলে কি হবে বল।
জানিলাম সখা, ভাগ্যে ছিল লেখা, তাই এ যন্ত্রণা হল॥
আমি স্বর্গ-বাসী, দৈব বশে আসি, মর্ত্ত্য বাসী ঋষি শাঁপে।
বিধি বিড়ম্বনা, নৈলে এ ঘটনা, ঘটিত না কোন রূপে॥
ভেবে দেখ মনে, নির্জ্জন গহনে সাক্ষাত্ মম সংগতি।
কৈনু নিবারণ, তখন বারণ, না শুনিয়ে এ দুর্গতি॥

মহারাজ, ভবিষ্যৎ ভেবে সকল কর্ম্ম করা উচিত।

রাজা। ভাবিব আবার কি? এই ভেবেছিলাম যে, যাবত্ জীবিত থাকিব, তোমারি অনুগত হইয়া থাকিব।

উর্ব্ব। মহারাজ তা ত হলো না; এখন কি হয়?

রাজা। প্রেয়সি, আর গত বিষয়ের অনুশোচনাতে প্রয়োজন নাই।

উর্ব্ব। তবে এখন কি প্রয়োজন হয়? একটা উপায় ত স্থির করতে হবে।

রাজা। এক প্রকার মনে মনে স্থির করেচি।

উর্ব্ব। মহারাজ, তোমাকে যে অস্থির দেখ্‌তেচি। বল কি উপায়।

রাজা। প্রিয়ে অস্থির যে কাজেই হতে হয়।

উর্ব্ব। এখন উপায় কি কর্‌লে?

রাজা। হইয়াছি যে অসুখী, বলিব কি বিধুমুখি,
বিদরিছে হৃদয় বিষাদে।
বিধি যদি হন বাদী, তবে আর কারে সাধি,
কে রাখিবে এ ঘোর প্রমাদে॥
নিদানে উপায় ভেবে, কৈনু প্রিয়ে শুন তবে,
হবে না হে দেখা তব সনে।
যাই হে বিদায় হয়ে, বিদায় লইয়ে প্রিয়ে,
যাও হে যে স্থানে লয় মনে॥
জীবন আকুল খেদে, কি বিপদ পদে পদে,
গেল কুল শীল ধন মান।
ভ্রমিলাম ত্রিসংসারে, কৃষ্ণ বাম সমাচারে,
কেহ না আমারে দিল স্থান॥
হইলাম অপমান, আর না রাখিব প্রাণ,
অতএব প্রবেশিব নীর।
আহা মরি প্রাণেশ্বরি, তোমাকে হে পরিহরি,
যেতে মন অধিক অস্থির॥
বেঁধেছিলে স্নেহ পাশে, এই অনুগত দাসে,
ভালবেসে ছিলে ধনী কত।
সকলি রহিল মনে, আর হে করো না মনে,
এ অধীনে এ জন্মের মত॥

উর্ব্ব। (সজল নেত্রে) মহারাজ, এই কি উত্তম বিবেচনা হলো? আর এই কি তোমার উপায়? আমাকে কোথা যেতে বল? তোমার মুখে ত এমন নিষ্ঠুর বাক্য কখন শুনি নাই। তবে কি আমাকে ত্যাগ কর্‌বে?

রাজা। প্রিয়ে, কি যে কর্‌ব তা নির্ণয় কর্‌তে পারিনা।

উর্ব্ব। মহারাজ, তোমার মনে যা আছে তাই কর; কিন্তু আমার প্রতি প্রতিকুল হইওনা। তোমার কথায় আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্চে।

গীত।

তোমারি অধিনী আমি, গুণ মণি জান মনে।
বিনা দেখা প্রাণ সখা, বিচ্ছেদে বাঁচি কেমনে॥
নিতান্ত তব আশ্রিতা, যেন মীন জলাশ্রিতা, চকোরিণী হরষিতা,
সুধাকর দরশনে।
চাতকিনী ঘন ঘন, চাহে যেন নবঘন, তেমতি হে প্রাণধন,
সদা ভাবি মনে মনে॥

রাজা। শশিমুখি, আমি সহজে তোমাকে কি ত্যাগ কর্‌তে চাইলেম।

উর্ব্ব। না মহারাজ! আমার জন্যই তোমার এ বিপদ।

রাজা। এ বিপদকে আমি ভয় করি না, আমার রাজত্ব যাক্, আর সর্ব্বস্বই যাক্।

উর্ব্ব। নাথ, একি সামান্য বিপদ? নৃপতির কাননে কাননে ভ্রমণ!

রাজা। তাকে পারি; পাছে তোমাকে হারাই।

গীত।

তোমাকে যে ভাল বাসি, প্রেয়সি কি তা জান না।
গেল রাজ্য, সে ঐশ্বর্য্য, তাহে করিনা ভাবনা॥
যাবত রব জীবনে, হব সুখী তব সনে, অভিলাষ ছিল মনে,
পূরিল না সে বাসনা।
নিরাশ হইনু যদি, যদি বিধি প্রতিবাদী, তবে আর কারে সাধি,
কে নাশিবে এ যাতনা।

উর্ব্ব। মহারাজ আমি তোমারি, তুমি স্থির হও; তোমাকে কাতর দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে।

[রোদন]

রাজা। (অতি কাতরে) প্রাণাধিকে, তুমি রোদন করো না। তুমি কি কর্‌বে? আমার অদৃষ্ট মন্দ, নচেৎ এমন ঘটনা ঘট্‌বে কেন? আমি তোমাকে গোপনে রেখেছিলাম; আমার এমন শত্রু কে হলো?

উর্ব্ব। মহারাজ, তোমাকে জগদীশ্বর রাজা করেচেন, তোমার অদৃষ্ট মন্দ নয়, তুমি ক্ষোভ করো না।

রাজা। প্রেয়সি, পরমেশ্বর আমাকে রাজা না করেও যদি তোমাকে দিতেন, তবু আমি অসুখী হতেম না।

উর্ব্ব। মহারাজ, পৃথিবীর পতি হওয়া অনেক ভাগ্যের কথা। স্ত্রী ত সকলেরই থাকে।

রাজা। সুন্দরি, আমি এই জানি মনের সুখের অধিক আর সংসারে কি সুখ আছে? ধনে কি হতে পারে?

উর্ব্ব। মহারাজ, তুমি কি কখন মনের সুখী ছিলে না?

রাজা। এত নয়।

উর্ব্ব। মহারাজ এখনও কি তোমার মনের ভ্রম যায় নাই? আমি নিতান্ত তোমারই অধিনী। আমি জীবনে মরণে তোমারই অনুগামিনী, তাকি তুমি জাননা?

রাজা। তা আমি জানি, কিন্তু এস্থলে আমার প্রাণ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। আর যে কোন উপায় দেখ্‌তেচি না।

উর্ব্ব। (ম্লান বদনে) মহারাজ, তুমি কি আমার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বে?

রাজা। প্রাণেশ্বরি! প্রাণ ত্যাগ না কর্‌লে যে তোমাকে ত্যাগ কর্‌তে হয়।

উর্ব্ব। তা কি স্ত্রীর নিমিত্তে পৃথিবীশ্বরের এই কর্ম্ম সম্ভবে?

রাজা। প্রেয়সি, প্রণয় যে কেমন বস্তু, তা অবলারা ভাল জানে না।

উর্ব্ব। মহারাজ তা আমি ভাল জানি।

রাজা। তা যদি জান, তবে আমার এ প্রাণ রেখে কি ফলোদয়?

উর্ব্ব। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মহারাজ আমি বোধ করি বিচ্ছেদ যন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যু যন্ত্রণা ভাল।

রাজা। তবে তোমার বিরহে আমি মরণই শুভ জ্ঞান কল্লেম।

উর্ব্ব। (স্বগত) আহা! সুরনাথের অদর্শনে আমার প্রাণ এমনি ব্যাকুল হয়! আর এজন্মে সে চরণ দর্শন পাওয়া দুর্ল্লভ।

রাজা। প্রেয়সি, তুমি কি ভাব্চ।

উর্ব্ব। মহারাজ, আমি ত এখনও তোমার সঙ্গ ছাড়া নই। তবে কেন তুমি এমন অধৈর্য্য হচ্চ?

রাজা। তুমি কি বল্লে, এখনও সঙ্গ ছাড়া নও? তবে কি সঙ্গ ছাড়্‌বে?

উর্ব্ব। মহারাজ, তুমি এমন অবোধ হও কেন? আমি কি বল্লেম তুমি কি বুঝ্‌লে?

রাজা। তুমি কি বল্লে বল দেখি?

উর্ব্ব। আমি এই বল্লেম যে, ভবিষ্যৎ ভেবে উতলা হলে কি হবে?

রাজা। এখন যে আমি হীন-বীর্য্য হয়েচি। এই পৃথিবীতে কেহই আমার সহায় হলো না। মহাবল পরাক্রান্ত যাদব আমাকে অনায়াসে পরাজয় কর্‌বে। আর তোমাকেও হরণ কর্‌বে তার ও সন্দেহ কি?

ঊর্ব্ব। যুদ্ধে যে ব্যক্তি জয় লাভ কর্‌তে অক্ষম, সে যে প্রাণ ত্যাগ কর্‌বেই এমন ত প্রথা নয়।

রাজা। তবে প্রাণ ভয়ে লুকিয়ে থাকা, সে যে কাপুরুষের কার্য্য, তার অপেক্ষা মরণই ভাল; ক্ষত্রিয় বংশোৎপন্ন রাজার এমন জঘন্য কর্ম্ম সম্ভবে না।

ঊর্ব্ব। কেন মহারাজ, কোন সময়ে সুরপতি শক্র-কর্ত্তৃক পরাভূত হয়ে গোপনীয় স্থানে ভ্রমণ করেন্। এতে অপমান কি?

রাজা। তা সত্য বটে, কিন্তু আমার যে প্রবল শক্র, কোথাও নিস্তার নাই। অতএব মৃগাক্ষি, আমি তোমার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ কর্‌ব এই স্থির করেচি।

ঊর্ব্ব। মহারাজ, তুমি হচ্চ রাজ্যেশ্বর, এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য এত অধৈর্য্য কেন? আপনি থাকিলে স্ত্রীর অভাব কি? তুমি আপনি আপনার মনে বিবেচনা করে দেখ।

রাজা। (সজল নেত্রে) সুলোচনে, আসন্ন কালে বুদ্ধি-লোপ হয়; আমার সেই আসন্ন কাল উপস্থিত। এখন কর্ত্তব্য যে হয়, তুমি বিচার করে বল।

ঊর্ব্ব। মহারাজ, আমি অল্প-বুদ্ধি স্ত্রী, এ সময়ে যে তোমাকে বুঝাব এমন কি জানি?

রাজা। এখন আমার আর কে আছে যে, কোন বিষয় জিজ্ঞাসা কর্‌ব?

ঊর্ব্ব। মহারাজ, শাস্ত্রে বলে, আত্ম-রক্ষা পরম ধর্ম্ম। আত্মাকে রক্ষা করে পরে পরিবার ও ধন রক্ষা করতে হয়। অতএব প্রাণত্যাগ করো না।

রাজা। তবে কি করতে বল ?

উর্ব্ব। বরং আমাকে ত্যাগ করে সকল রক্ষা কর।

রাজা। প্রিয়ে, দণ্ডির প্রাণদণ্ড হলেও যে তোমাকে ত্যাগ করবে না এই প্রতিজ্ঞা করেছি ?

উর্ব্ব। এমন প্রতিজ্ঞা করা কি ভাল হয়েচে?

রাজা। কেন ভাল হবে না? কেন, যে বিপদ উপস্থিত, তারই উপযুক্ত।

উর্ব্ব। ভালবাসার কি এই ফল ?

রাজা। প্রিয়ে, যাকে জীবন দান করেচি, তার উপলক্ষে প্রাণ গেলেও ক্ষোভ করি না।

উর্ব্ব। (স্বগত) উঃ! এমন মন যদি সকলের হতো, তবে বিচ্ছেদ থাকৃত না। (দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া) তবে তোমার যা ইচ্ছে হয় তাই কর।

রাজা। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর ইচ্ছে, এস একবার জন্মের মত তোমার প্রফুল্ল মুখ-কমল দেখি।

উর্ব্ব। আর দেখে কি হবে? দেখে কাজ নাই, আর মুখ দেখাব না। এই অঞ্চলে ঢাকৃলেম্।

রাজা। তাকি রাখতে পারবে? আমি হৃদয় মন্দিরে উর্ব্বশীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করে রেখেচি, যখন নয়ন নিমীলিত করে থাকি, তখনও দেখতে পাই।

উর্ব্ব। মহারাজ তবে এখন কি বল ?

রাজা। এখন এই বলি, যেন জন্মজন্মান্তরে উর্ব্বশী প্রাপ্ত হই।

উর্ব্ব। (সজল নেত্রে) মহারাজ তুমি কি পাগল হয়েচ?

রাজা। প্রাণ-প্রিয়ে, আর আমাকে বার বার নিবারণ করো না।

উর্ব্ব। মহারাজ, যদি নিতান্তই প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ হলো, তবে আর আমি কোথায় যাব ?

রাজা। প্রেয়সি, সে কথা আমি আর কি বল্‌ব, তুমি কি কর্‌কে।

উর্ব্ব। আমার আর প্রাণ রেখে কি ফল আছে ? আর কি উপায় আছে, কে আমাকে আশ্রয় দেবে?

পয়ার।

তবে আর প্রয়োজন নাহি এ জীবনে।
তেজিব জীবন আমি নাথ তব সনে॥
আমার বিচ্ছেদ তুমি সহিতে না পার।
সেই হেতু প্রাণ দিতে করিলে স্বীকার॥
আমার উপায় আর আছে কি হে সখা।
কি আশয়ে এত জ্বালা সয়ে প্রাণ রাখা॥
রেখেছিলে বহুদিন তোমার আশ্রমে।
প্রণয়ের পাশে মোরে বেঁধেছিলে ক্রমে॥
এখন তেজিয়ে তুমি প্রবেশিবে জলে।
দহিতেছে এ হৃদয় ঘোর দুখানলে।
আমাদের প্রণয়েতে বাদী হন হরি।
কিন্তু তাঁরে দেখাইব প্রাণ পরিহরি॥
তথাপি না ছাড়াছাড়ি হবে তব সহ।
কে সহিবে বিচ্ছেদের যাতনা দুঃসহ॥
ভালবাসা হয়ে আশা করেছিনু মনে।
গেল দুঃখ হল সুখ, রব তব সনে॥
সেই ত অমরাবতী যথা মন সুখ।
ভুলেছিনু সকলি হে চেয়ে তব মুখ॥

সে বদন ইন্দু নাথ শুকাইল ত্রাসে।
অভিমানে নয়ন কমল নীরে ভাসে॥
প্রাণের অধিক ভাল বেসেছি যে জনে।
তাহার এতেক কষ্ট সহিব কেমনে॥
কেমন করিয়া আমি নয়নে দেখিব।
জীবন তেজিবে মোর জীবন বল্লভ॥
আজ্ঞা কর প্রাণনাথ ঘুচাই যাতনা।
আর কেহ কার লাগি ভাবিতে হবেনা॥

রাজা। আর অধিক বল্‌তে হবে না। স্থির হও, তুমি যে আমাকে ভালবাস তা কি আমি জানি না? প্রিয়তমে, তুমি হচ্চ ধরণীতে অপ্রাপ্য বস্তু, জাতিতে অপ্সরা, তোমার কত গুণ, দেবতার মন মোহিত কর; মানব জাতির স্বপ্নের অগোচর।

ঊর্ব্ব। মহারাজ, তা যাই হই, তুমি এত কাতর হইও না।

রাজা। প্রেয়সি, আমি ত তোমার দাসের যোগ্য নই, তবে অনুগ্রহ করে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েচ। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, এমন প্রিয় রত্ন পেয়েও পেলেম না, দৈব প্রতিকুল হলো। এই দুঃখে আমার প্রাণ দগ্ধ হচ্চে। অতএব জলে ঝাঁপ দিয়া শীতল হব। তুমি আমার জন্যে দুঃখিত হবে না। আমার মরণান্তে তোমার যা মনে আছে তাই করো।

ঊর্ব্ব। মহারাজ, আমার মরণে বাধা কি আছে? দৈব-বশে যে রূপ অবস্থা, তা ত স্বচক্ষে দেখেচ। তবে তোমায় ভাল বেশে সকল দুঃখ ভুলে

ছিলেম্। তুমি যদি এই হতভাগিনীকে ত্যাগ কর্‌বে, তবে আমি আর কি সুখে জীবন ধারণ করি বল দেখি? এক মুহূর্ত্তও তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারি না। তুমি আমার জন্যে প্রাণ ত্যাগ কর্‌বে, আর আমি তাই চক্ষে দেখ্‌ব?

রাজা। প্রাণপ্রিয়ে, এক্ষণে যে তোমার দুরবস্থা, তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু দুঃখ সকলের পক্ষে চিরস্থায়ী নয়। অনেক দুঃখী লোকেও পুনর্ব্বার সুখী হয়। চন্দ্রাননি, তুমি যেরূপ রূপবতী, তেমনি সৌভাগ্যবতী হবে। সংসারের সার দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ, তোমার প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ অভিলাষ; তুমি কেন এই হতভাগার নিমিত্তে অকালে প্রাণ ত্যাগ কর্‌বে, এই জন্যে তোমার মরণে বাধা দিচ্চি।

উর্ব্ব। মহারাজ, আমি সুখের আকাঙ্ক্ষায় মরণে ক্ষান্ত হব, আর তুমি আমার জন্যে রাজ-সিংহাসন, স্ত্রী, পুত্র, সকলকার মমতা ত্যাগ করে এমন যে পরম প্রিয় সামগ্রী আত্মা, তাও বিনাশ কর্‌বে?

রাজা। রূপসি; আর দুঃখের কথা ভাল লাগ্‌চেনা। এক-বার আকাশে নিরীক্ষণ করে দেখ দেখি।

উর্ব্ব। নাথ, পূর্ব্বদিক্ একটু ফরসা২ লাগ্‌চে যেন। রাত্রি কত হল তা জান্‌তে পাচ্চি না।

রাজা। আজি কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী, রাত্রি দুপর না হলে ত চন্দ্রোদয় হবে না। এই অনুমান হয় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হয়েচে।

[নেপথ্যে কলরব]

ঊর্ব্ব। (সভয়ে রাজাকে ধরিয়া) নাথ, রক্ষে কর, রক্ষে কর; কি হবে, কোথা যাব?

রাজা। শশি মুখি, ভয় কি? স্থির হও। এই ঘোর রজনীতে শৃগালে ধ্বনি কর্‌চে। তোমার ভয় নাই। আমি জীবদ্দশায় কার সাধ্য যে তোমার অনিষ্ট করে?

ঊর্ব্ব। (স্বগত) আর তোমার ক্ষমতা প্রকাশ কর্‌তে হবে না, যত তা জানা গেচে। (প্রকাশে) নাথ, বড় অন্ধকার, তুমি একটু সাবধান হও। যে বন, কত কি জন্তু আছে, আমার বড় ভয় হচ্চে।

রাজা। (হাস্য বদনে) আর আমার সাবধান। যার সিন্ধু মধ্যে শয়ন, সে কি সামান্য শিশিরে ভয় করে? প্রিয়ে, সর্পাঘাতে আমার প্রাণ বিয়োগ হবে কি পশুর দ্বারা বিনষ্ট হবে, আমার কি আর সে শঙ্কা আছে?

ঊর্ব্ব। মহারাজ, এ কি কথা? যাবত্ জীবন ধারণ কর্‌তে হয়, আশা ত্যাগ করা যায় না।

রাজা। আমার আর সে আশা নাই।

ঊর্ব্ব। এমন কি কথা? কি হবে তাও কি নিশ্চয় বলা যায়?

রাজা। প্রিয়ে, যা হবে তা ত নিশ্চয় জেনেচি। রজনী প্রভাত হলে স্বচক্ষেই দেখ্‌তে পাবে।

ঊর্ব্ব। মহারাজ, এই জন্যেই কি এত মায়া বৃদ্ধি কর্‌লে?

[বলিই অতিশয় রোদন]

রাজা। (স্বগত) আমি কি কল্লেম! প্রিয়ে ঊর্ব্বশীর মুখ চিন্তায় মলিন কল্লেম! (প্রকাশে) সুন্দরি, ছি ছি ছি,

একি? কেন, রোদন কেন? স্থির হও, আর ও সকল কথায় প্রয়োজন নাই। দিব্য জ্যোৎস্না হয়েচে, এস আমরা এই সরসীর কূলে উপবেশন করি। (স্বহস্তে পত্র সকল মোচন)

উর্ব্ব। (মৃদুস্বরে) নাথ, এ ধরণীনাথের যোগ্য নয়; তোমার কষ্ট দেখে আমার চিত্ত স্থির হয় না।

রাজা। কেন এতে ক্ষতি কি?

উর্ব্ব। (সরোদনে) মহারাজ, এ দাসীর নিমিত্তে তোমার অনেক ক্ষতি; আর কি বাকি বল।

রাজা। কোমলাঙ্গি, আমার নিমিত্তে তোমারও এ সামান্য কষ্ট নয়।

উর্ব্ব। নাথ, আমার প্রতি দৈব বিমুখ; তোমা কর্ত্তৃক আমার কিছু ক্লেশ হয় নাই; বরং সুখী হয়েছিলেম।

রাজা। প্রেয়সি, আজি তুমি আমার সঙ্গে এই কণ্টক বনে ভ্রমণ কর্‌তেচ, আর তোমার পাদুখানি না জানি কাঁটাতে কতই ব্যথা পাচ্চে, তুমি সুরনাথের প্রিয় পাত্রী, কত দুঃখেই রোদন করেচ।

উর্ব্ব। মহারাজ, তোমার বজ্রাঘাতের তুল্য কথাতে আমার বুক বিদীর্ণ হচ্চে। এস্থলে আর সামান্য কাঁটাতে কি কর্‌তে পার্‌বে? নাথ, মৃত্যুই কি শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেচ?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হাঁ, তার আর সন্দেহ কি? নরকুলে জন্ম গ্রহণ করে এই পৃথিবীতে কে অমর হয়েচে?

উর্ব্ব। (স্বগত) আমি যে রাজার সহিত মৃত্যু স্বীকার

করেচি, যে সময়ে নরপতি জলে প্রবেশ কর্‌বেন, তাঁর সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে। কিন্তু আমি জাতিতে অপ্সরা, দীর্ঘকাল অবধি যৌবন অবস্থায় কাল যাপন কল্লেম। কত যোগীর যোগ ভঙ্গ করেচি; তন্নিমিত্তে ব্রহ্মা আমাদের সৃষ্টি করেচেন। অমরাবতীতে আমার বাস স্থল; রোগ শোক যাতনা রহিত। কি আক্ষেপের বিষয়! মানব জাতির সম্মিলনে জগদীশ্বর কি আমার মৃত্যু নিয়ম করেচেন? কি আশ্চর্য্য! ভগবান দুর্ব্বাসা, তাঁর অলঙ্ঘনীয় বাক্য কি লঙ্ঘন হবে? তিনি অভিশাপ দিলেন, "দিবসে অশ্বিনী হইয়া থাকিবে, রজনীতে দিব্যাঙ্গনা হইবে, আর অষ্ট বজ্র যে সময়ে একত্র হইবে, তোমার উদ্ধার হইবে"। কৈ তার ত কোন কিছুই দেখি না; যা হউক, দেখি দেখি, দৈব ঘটনাই দেখি।

রাজা। প্রিয়তমে, তুমি মনে মনে কি চিন্তা কর্‌তেচ?

উর্ব্ব। নাথ! আমার মনে যে কত চিন্তাই হচ্চে!

রাজা। কতই চিন্তা কি?

উর্ব্ব। মহারাজ, যে সময়ে দ্বারকানাথ দূত পাঠালেন, তা শুনে আমার মনে বিশ্বাস হয়েছিল যে, তুমি আমাকে তাঁরই পাদপদ্মে অর্পণ কর্‌বে।

রাজা। (কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া) সুন্দরি, এখন তোমার মনে কি হচ্চে?

উর্ব্ব। এখন আমার মনে কি হবে বল দেখি; তোমার ধীর স্বভাব, কিন্তু তোমাকে অধীর দেখে আমার আর বিবেচনা শক্তি নাই।

রাজা। (স্বগত) আমি যে প্রণয় ভঙ্গ আশঙ্কায় জীবন বিনাশ কর্‌তে চাচ্চি, প্রেয়সী ইহাই নিশ্চয় বুঝেচেন, কিন্তু আমার আত্মা বিসর্জ্জনের আরও কারণ আছে। (প্রকাশে) রূপসী, তোমার লাবণ্য দেখে অধীর হওয়াই সম্ভব বটে, কিন্তু এক্ষণে শুদ্ধ সে ভাবে অধীর নই।

উর্ব্ব। মহারাজ, তবে দেহ পরিত্যাগে ক্ষান্ত হও।

রাজা। এখন আর তা হবে না, মানের লাঘব হয়েচে, উপায় পূর্ব্বে কর্‌লে হতো।

উর্ব্ব। মহারাজ, তুমি যে স্ত্রীর নিমিত্তে এরূপ কর্‌তেচ একথা কেহই জানে না; তবে অপমান কি?

রাজা। প্রিয়ে, তুমি জাননা আমি অনেক ভেবে মৃত্যু স্থির করেচি। ক্ষত্রিয় কুলে রাজারা বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেয় না আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গও করে না; আমি প্রথমে বল্লেম অশ্বিনী কাহাকেও দিব না।

উর্ব্ব। মহারাজ, আমাকে দিলে এক প্রকার ভালই হতো; এ মন্দ ভাগিনীর সহবাসে তোমার এত বিপদ!

রাজা। প্রিয়ে, আমার যে তখন স্বপ্ন ভঙ্গ হয় নাই।

উর্ব্ব। নাথ, এখন?

রাজা। এখনও সেইরূপ, কিন্তু মনে কিঞ্চিৎ বিবেচনা হও-য়াতে অত্যন্ত ক্ষোভ হচ্চে; আমি তুচ্ছ বিষয়ের জন্যে শ্রীকৃষ্ণকে বঞ্চিত কল্লেম; আমি চিরদিনের জন্যে তাঁর নিকটে অপরাধি রলেম; আর ক্ষত্রিয় ধর্ম্মেও একবারে জলাঞ্জলি দিলেম; আমি পরাক্রম থাক্‌তেও দুর্ব্বলের ন্যায় গোপনে পালিয়ে রলেম! সমরে পড়্‌লেও সদ্‌গতি হতো, নিন্দার পাত্র

হতেম না, তা না করে হাস্যাস্পদে পদার্পণ কল্লেম এই লজ্জা নিবারণার্থে জলে প্রবেশ করব।

উর্ব্ব। মহারাজ, এই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন পরম প্রিয় আত্মা বিনাশ করতে কি মমতা হয় না?

রাজা। প্রিয়ে, আমি ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষে যশ লোপ কল্লেম, আর আমার পৃথিবীতে যা ছিল সকলই বিসর্জন দিলেম, অতএব এই ইন্দ্রিয়ের প্রতি আমি বিরক্ত হয়েচি; এই ঘৃণাকর শরীর আর রাখিব না।

উর্ব্ব। মহারাজ, ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি কেহই স্বাধীন নন, সকলেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত; তার জন্যে এরূপ অন্যায় সাহস করা কর্ত্তব্য কি?

রাজা। প্রিয়ে, চিরকালাবধি আমার এই ইচ্ছা হৃদয়ে প্রবল ছিল যে, রিপুগণকে উৎকট হতে দিব না, ও দুর্নাম গ্রহণ করে বংশ কীর্ত্তিও কলঙ্কিত করব না; কিন্তু তোমাকে দেখে সকল বিস্মৃত হয়েচি, এখনওপর্য্যন্ত আমার মনের ভ্রম যায় নাই।

উর্ব্ব। মহারাজ, এই ত আমাদের অন্তিম কাল উপস্থিত, এখন তোমার মনে অতিশয় অসুখ হচ্চে?

রাজা। অবশ্যই হতে পারে; তথাপি তোমার সহবাসে সকলই সুখ।

উর্ব্ব। (সকাতরে) নাথ, তোমার চরণে ধরি ক্ষান্ত হও, এখন আমরা এই বনেতেই বসতি করি না কেন। (রাজা নীরব) এখন কি বল?

রাজা। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর বলিব কি, রজনী প্রভাত হলেই দেখ্‌তে পাবে। রূপসী, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হচ্চে।

উর্ব্ব। মহারাজ, তুমি সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করো না। চিন্তা-নলে শরীর দগ্ধ হয়।

রাজা। প্রিয়ে, দেখ আর রাত্রী নাই। পক্ষি সকলে কলরব কর্‌তেচে। চন্দ্রমুখি, আর কি এ চন্দ্র-মুখ দেখ্‌তে পাব না?

উর্ব্ব। (দুঃখিত ভাবে) মহারাজ, দেখ একটু বিবেচনা কর, আত্মঘাত মহা পাতক, তা করো না।

[বলিতে বলিতে অশ্বিনী রূপ ধারণ ও রাজার নিরাশ হইয়া জলনিমর্জ্জন নিমিত্ত গমন—ও উভয়ের প্রস্থান]

দ্বারাবতী রাজ নিকেতনে রুক্মিণী এবং সত্যভামার প্রবেশ।

সত্য। দিদি, কিছু শুনেচ?

রুক্মি। হাঁ বোন শুন্‌ল্যেম, বড় মনে দুঃখ হলো।

সত্য। উনি বড় অন্যায় কর্‌লেন।

রুক্মি। তা যা হউক, সেই ঘুঁড়ীটাই কালের স্বরূপ হয়ে উঠ্‌লো।

সত্য। এখন যে কি সর্ব্বনাশ হয় তা ত বলা যায় না।

রুক্মি। আর বোন যা হবার তা হবে।

সত্য। দিদি পাণ্ডবের অনিষ্ট শুনে আমরা কেমন করে সহ্য কর্‌ব।

রুক্মি। পাণ্ডবের যে অনিষ্ট হবে এমন ত বোধ হয় না।

সত্য। না হবে না! ইনি যে প্রতিজ্ঞা করেচেন।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

রুক্মি। (ব্যঙ্গছলে) ইঃ! এই যে আজ্ঞার এখানে কি মনে করে?

সত্য। একা যে বড়? আর কৈ?

কৃষ্ণ। আর কে?

রুক্মি। যার জন্যে এত আড়ম্বর।

কৃষ্ণ। সে আবার কেমন?

সত্য। বীরত্ব প্রকাশ।

কৃষ্ণ। আঃ! ভেঙ্গেই বল না কি হয়েচে।

রুক্মি। তবে শুন্‌বেন?

কৃষ্ণ। হাঁ বল।

রুক্মি। (সত্যভামা সহ পরিহাসে) সেই, দণ্ডী-রাজার অশ্বিনী কেমন?

কৃষ্ণ। সেই দণ্ডীই তা জানে।

সত্য। আহা! ইনি কি ভাল মানুষ টি গা! যেন কিছুই জানেন না!

কৃষ্ণ। আ! কি দায়! তোমরা কি বল্‌চ আমি তা কিছুই বুঝিতে পাল্যেম না।

রুক্মি। নাথ, আপনি ত সোজা নন যে আমাদের সোজা কথা বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

কৃষ্ণ। (উভয়ের প্রতি) প্রেয়সি, কেন আজ- তোমাদের কি হয়েচে?

সত্য। (সরোষে) কি হয়েচে তা আপনি মনে মনে ভেবেই দেখুন না।

কৃষ্ণ। (স্বগত) আমি এ সময়ে এখানে এসে ভাল করি নাই। এ যে প্রবল দাবানল জ্বলে উঠেচে দেখ্‌চি,

(প্রকাশে) সুন্দরি, আমার মনে তোমরাই ত আছ, আর কি মনে ভাব্‌বো তা বল।

সত্য। অমন মিষ্টি কথায় আর ভুলি না। এ গোপের মেয়ে নয়।

কৃষ্ণ। (সবিনয়ে) প্রিয়ে এ ত মিছে কথা নয়।

সত্য। উটী আপনার মন রাখা কথা।

কৃষ্ণ। তোমরা এখন মনে যা ভাব।

রুক্মি। দেখে শুনেই ভাবিতে হয়।

কৃষ্ণ। (হাস্য মুখে) প্রিয়ে কেন দেখ্‌লেই বা কি আর শুনলেই বা কি?

সত্য। কত শুনেচি।

কৃষ্ণ। কৈ কি শুনেচ বল।

রুক্মি। বল্‌তে পারি না কি?

কৃষ্ণ। তবে কেন বল্‌চ না?

সত্য। তা শুন্‌বেন নাকি?

কৃষ্ণ। শুন্‌ব না কেন?

সত্য। দিদি সেই কথাটা বল না।

কৃষ্ণ। কেন তুমিই বল না কি বল্‌বে?

রুক্মি। নূতন কথা নয়।

সত্য। সেই পূর্ব্ব কথা, তখন আপনি রাজা হন্ নাই।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, আমি ত এখনো রাজা নই। এই কথা ত?

রুক্মি। ইনি যেন কিছুই বুঝ্‌তে পারেন নাই, আর মনে যেন কিছুই নাই।

কৃষ্ণ। বালক কালে কে না কি করে থাকে, তাই কি মনে থাকে?

সত্য। না আপনার কিছুই মনে নাই, সকলিই ভুলেচেন।

পয়ার।

দেখে তব আচরণ অঙ্গ জ্বলে যায়।
বল দেখি প্রাণনাথ ঘটালে কি দায়॥
হয়ে দাসী দিবা নিশি, পদ সেবা করি।
এ দ্বারকা পুরে মোরা অষ্টশত নারী॥
তবু আত্ম পর জ্ঞান নাহিক তোমার।
কলঙ্ক রটালে তুমি ত্রিলোক সংসার॥

কৃষ্ণ। সত্যভামা, তোমার মুখে রাগের কথা শুন্‌তেও ভাল লাগে।

রুক্মি। সত্যভামা রাগ করে বল্‌তেছে না, ক্ষোভ করে বল্‌তেছে।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, রাগ ক্ষোভ উভয়ই ভাল বাসার লক্ষণ।

সত্য। তোমার চরিত্র বড় শঠ; মনের কথা কখন বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

কৃষ্ণ। কেন বুঝ্‌তে পার্‌বে না? তোমার ও মনের কথা যা, আমার ও মনের কথা তাই।

রুক্মি। নাথ, তুমি এত ক্লেশ দিতে ভাল বাস কেন? যারা তোমার নিতান্ত অনুগত, তাদের সর্ব্বত্রই অপার যন্ত্রণা।

কৃষ্ণ। না প্রিয়ে, আমাকে ভাল বাসিলেই আমি ভাল বাসি। তবে যদি কেউ আমার জন্যে যাতনা পায়, সে তার নিজের দোষে।

সত্য। কিসে নিজের দোষে? আমরা তোমার কি অপরাধ করেছি?

কৃষ্ণ। সত্যভামা, আমাকে তুমি পতিত্ব ভাবে বরণ করেছ, আমিও তো তোমার চরণে দাসানুদাসের মত বাঁধা আছি।

সত্য। তুমি কেবল কথাতে পটু, কাজে অতি বাঁকা। বিধাতা তোমাকে বাঁকা করে বেশ্ করেছেন।

রুক্মি। নাথ, পাণ্ডবেরা কি অপরাধ করেছে যে তুমি তাদের উপর বিগুণ হলে?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, কে বল্লে পাণ্ডবেরা অপরাধ করেছে, আর আমি তাদের উপর বিগুণ?

সত্য। সকল কথাই প্রকাশ হয়েছে; এখন আর ভাঁড়ালে কি হবে?

কৃষ্ণ। আমার কথা যত প্রকাশ হয়, ততই ভাল।

রুক্মি। নাথ, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। পাণ্ডবেরা আমাদের সুহৃদ্; তোমার পায়ে ধরি, তাদের উপর কৃপা কর, আমাদের সকলের সন্দেহ আর যাতনা দূর কর।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, আমাকে সন্দেহ করাতেই তোমাদের যাতনা হচ্চে। আমি যদি পাণ্ডবের শাসন করি, সেও কেবল তাদের মঙ্গলের জন্য।

সত্য। আহা! কি ভাল মানুষটী গা! এ ভাল মানষী কোথা শিখ্‌লেন?

কৃষ্ণ। সত্যভামা, আমি বরাবরই এই রূপ। তুমি আজি অভিমানে অন্ধ হয়েছ, তাই আমাকে এমন দেখ্‌তেছ। আমাতে ভাল ও নাই, মন্দ ও নাই; যে যেমন ভাবে দেখে, সে তেমনি দেখ্‌তে পায়।

রুক্মি। নাথ, তুমি আমাদের ইষ্ট দেবতা স্বরূপ, আমরা অচলা ভক্তি করে থাকি। দেখ যেন সকল রক্ষা হয়।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, চিন্তা করো না। যাতে সকলের মঙ্গল হয়,

আমি তেমনই ব্যবস্থা করব। আমি এখন চল্লেম।

সত্য। ইঃ! এত ব্যস্ত কেন? আমরা কি ধরে রেখেছি?

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক।

হস্তিনা পুরী।

রাজান্তঃপুরে দ্রৌপদী ও কুন্তীর প্রবেশ।

দ্রৌপ। মা, প্রণাম।

কুন্তী। কেও দ্রৌপদী, এস২ বস। কেন গা এত ব্যস্ত কেন?

দ্রৌপ। আর মা, সর্ব্বনাশ হলো আর কি!

কুন্তী। (সসম্ভ্রমে) কেন কি হয়েছে?

দ্রৌপ। সুভদ্রা সর্ব্বনাশ কর্‌লে আর কি।

কুন্তী। কেন, ভদ্রা কি করেছে?

দ্রৌপ। একা ভদ্রা নয়।

কুন্তী। ভদ্রা আর কে?

দ্রৌপ। আর আপনার মধ্যম পুত্র!

কুন্তী। অবাক্! (স্বগত) সুভদ্রা ত তেমন মেয়ে নয়, (প্রকাশে) বাছা! ভেঙ্গে বল দেখি। আর আমার ভীম ত অজ্ঞান ছেলে নয়।

দ্রৌপ। কোন্ রাজার সঙ্গে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের বিবাদ হয়েছিল, তাই সে ভয় পেয়ে গঙ্গাজলে ডুবে মর্‌তে গেছিল, সেই কথা সুভদ্রা ওঁকে বলেছিল, তাই উনি দয়া করে আশ্বাস দিয়ে আপনার কাছে রেখেছেন।

কুন্তী। ভীম এমন কর্ম্ম করে ভাল করে নাই। বাছা একবার ভীমের কাছে যাই চল দেখি, তাকে

বুঝিয়ে সুঝিয়ে সেই রাজাকে ছেড়ে দিতে বল্লিগে, সে কি আমার বাক্য রাখ্‌বে না ?

দ্রৌপ। তিনি যে একগুঁয়ে, না শুন্‌লেও না শুন্‌তে পারেন।

[উভয়ের প্রস্থান]

রাজসভায় কর্ণ দুর্য্যোধন ও বিদুরের প্রবেশ।

[নেপথ্যে শব্দ]

কর্ণ। মহারাজ, কি শব্দ হচ্চে শুন্‌তে পেয়েছেন ?

দুর্য্যো। (সহাস্যে) হাঁ শুন্‌তে পেয়েছি। ভাই আমার কর্ণ কুহরে যেন সুধা বরিষণ হচ্চে।

কর্ণ। (পরিতোষে) মহারাজ, আজি আমার মনোবাঞ্ছা পুর্ণ হলো। আর আপনার যে বিপক্ষ বিনাশ হলো তার আর সন্দেহ নাই। এইবার নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন্।

দুর্য্যো। কি আশ্চর্য্য হে! ওদের যে এত প্রণয়ে এত বিচ্ছেদ হবে, এ ত স্বপ্নের অগোচর।

কর্ণ। মহারাজ, পাণ্ডবেরা যে নিজে মানুষ ভাল নয়। (উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া) আঃ! শীঘ্র নিপাত হক্! নিপাত হক্!

বিদু। (পশ্চাতে থাকিয়া শ্রবণ করিয়া) কি হে! তোমরা কাকে নিপাত কচ্চ ?

কর্ণ। আমাদের শত্রু নিপাত হক্ এই বল্‌চি।

বিদু। তোমরা ত স্বহস্তে কর্‌তে পার্‌লে না; তবে এখন পরে করলে তাতে তোমাদের প্রশংসা কি ?

কর্ণ। তা যে করুক না কেন, আমাদের শত্রু মলেই আমাদের মঙ্গল।

বিদু। তাও কি হতে পারে হে? যথা ধর্ম্ম তথা জয়।

দুর্য্যো। (সক্রোধে) আমাদের খুসি যা বলি আর যা করি, তোমার কি?

কর্ণ। মহারাজ, জান্‌তে ত পারেন নাই, যেমন রাক্ষস কুলে বিভীষণ তেমনি কুরু কুলে বিদুর।

বিদু। (সক্রোধে) কি বল্‌লি সুত সুত? তুই কি বল্‌লি? দুর্য্যোধন বালক, তাই তোকে দুগ্ধ দে কাল সর্প পুষেছে।

দুর্য্যো। তা যা হক্ তোমাকে ডাকি নাই, তুমি যাও।

বিদু। মহারাজ, আমাকে ডাক্‌বে কেন? আমি ত সুহৃদ্ নই। [প্রস্থান]

পুনর্ব্বার নেপথ্যে শব্দ।

ও ভাই জগতের লোক সকল, তোমরা শোন; যে পাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ তুল্য বান্ধব ছিল, সেই পাণ্ডবকে শ্রীকৃষ্ণ আপন হস্তে বিনাশ করিবেন।

রাজসভার অন্য দিকে দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য ও ভীষ্মদেবের প্রবেশ।

ভীষ্ম। উঃ! আচম্বিত এ কি ভয়ঙ্কর শব্দ হলো হে? কথা টা বড় বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

দ্রোণ। বুঝ্‌তে পারেন নাই? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবের যুদ্ধ।

ভীষ্ম। (সবিস্ময়ে) কি সর্ব্বনাশ! কেন, যুধিষ্ঠির ত তেমন লোক নয়?

দুর্য্যো। দেখ সখা, পুনঃ শব্দ হচ্চে। এক বার পিতামহ সমীপে এর বিশেষ জানা উচিত।

কর্ণ। যে আজ্ঞা, চলুন।

কৃপ। (ভীষ্মের প্রতি) বিবাদ কেবল ভীমের সঙ্গে।

দ্রোণ। যার সঙ্গে হক্, এত প্রণয়ে এত বিচ্ছেদ?

কৃপ। (কর্ণ ও দুর্যোধনের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) প্রণয় চির দিন থাকে না।

কর্ণ। খলের থাকে না।

দ্রোণ। (জনান্তিকে কৃপের প্রতি) পাণ্ডব খল আর ওঁরা বড় সরল।

ভীষ্ম। আচার্য্য মহাশয়, এ বিবাদের কারণ কি?

কৃপ। কারণ ভীম।

দুর্যো। (জনান্তিকে) সখা, শুন্‌লে হে, ভীম যে দুষ্ট, সে কার্ সঙ্গে বিবাদ না করছে।

কর্ণ। তাই ত মহারাজ, আমি বোধ করি দ্বারকায় অনেক উত্তমা স্ত্রী আছে, ভীম কার পানে চেয়ে থাকবে।

দুর্যো। না হে না, তা নয়।

কর্ণ। হাঁ মহারাজ, ওদের নাকি সেই বোধ আছে? দেখুন্ দেখি কি মনুষ্য জাতি, কি পশু পক্ষি, সকলেই স্বজাতি ভিন্ন গ্রহণ করে না। ভীমের সকলই অসম্ভব। হিড়িম্বা রাক্ষসী, অনায়াসে তারই সঙ্গে মিলিত হলো। আবার দেখুন, যে ক্যাল সর্পকে দেখ্‌লে শত হস্ত অন্তরে পলায়ন করতে হয়, অর্জ্জুন সেই উলূপী নাগিনীকে বিবাহ কল্লে। আর ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির, তিনি বেশ্যাগমন করেন। দ্রৌপদীর কি সতীত্ব আছে?

দুর্যো। আমার মনে বড় উদ্‌বেগ হচ্চে হে। বিশেষ শুনি আগে।

ভীষ্ম। (কৃপের প্রতি) ভীমের অপরাধ?

কৃপ। অপরাধ, সেই দণ্ডীরাজাকে ভীম রেখেচে।

সকলে। এই কর্ম্মটি ভীম বড় অন্যায় করেছে।

[সকলের প্রস্থান]

দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশা। দাদা মহাশয়, আমি আপনার চরণে ধরি, ক্ষান্ত হউন, যাক্ শত্রু পরে পরে। শত্রু পক্ষে সপক্ষ হয়ে যে যাদবের সঙ্গে যুদ্ধ করা, এ আমার ত মত হয় না।

দুর্য্যো। এমন পাগল ভাই? তুমি বালক তাই এমন কথা বল। আমাদের যে ও পক্ষে সপক্ষ হওয়া, কেবল মৌখিক, আন্তরিক নয়। না যাইলে সকলে নিন্দা কর্‌বে।

দুঃশা। তবে আপনার যা মন, তাই করুন্।

[উভয়ের প্রস্থান]

হস্তিনা রাজান্তঃপুরে রাণী ভানুমতী শশিমুখী দুঃশীলা দ্রৌপদী সুভদ্রা এবং কুন্তীর প্রবেশ।

ভানু। হেলা সুভদ্রা, তুই কেমন মেয়ে লা? তোর একটু লজ্জা নাই? তুই বৌ মানুষ; কোথাকার একটা অপরিচিত পুরুষ, সে আবার তোরই ভেয়ের শত্রু; তাকে কেমন করে ডেকে ঘরে আন্‌লি লা?

ভদ্রা। (সক্রোধে) তুমি চুপ কর। যে যেমন বোঝে সে তেমন করে। তোমাদের কি গা?

ভানু। আমাদের কি নয় কেন? এই যে রণ স্থলে সকলে গেল। এখন কার্ কপালে কি আছে তা ত বলা

যায় না? এ ত মানুষের সঙ্গে নয়, দেবতাদের সঙ্গে।

ভদ্রা। হক্ না দেবতা, তার ভয় কি আছে? ধর্ম্মে জয় হবেই হবে।

শশি। ওলো সুভদ্রা, তুই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিস্‌নে লো। কেবল তোরাই কি ধর্ম্ম কর্‌তে জানিস্, আর আমরাই কি অধর্ম্ম করি?

ভদ্রা। তা তোরা মনে বুঝে দেখ্।

শশি। ওলো তুই মনে বুঝে দেখ। ভাসুরের সঙ্গে চুপে চুপে পরামর্শ করে করে, এই অনর্থ ঘটালি। এতে যে কত জীবের হত্যে, তা জানিস? ছি মা ছি! আমরা লজ্জায় মরে যেতেম। এত দিন ঘর কর্‌চি, তা কেউ কখন বলুক দেখি যে ভাসুরের সাক্ষাতে বেরিইচি?

ভদ্রা। তা তোদের ভাতারেরা যে এক শত ভাই স্বতন্তর; আর আমাদের পাঁচটীতে যে একটী।

দুঃশী। হেলা সুভদ্রা, তবে তুই ও কি দ্রৌপদীর মতন হয়েছিস্ ন্যাকি?

ভদ্রা। তা যাই হই, তোর যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে, না হয় তুই ও তাই হ।

দুঃশী। আ পোড়া কপাল আর কি? আমরা তেমন মেয়ে নই, যে ভেয়ের সঙ্গে বেরিয়ে যাব।

দ্রৌপ। হেলা ভানুমতি, তোরা তখন তোদের ভাতারদের যেতে দিলিই বা কেন, আর এত কথা কৈচ্চে এলিই বা কেন?

ভানু। তোর ভাতারেরা এসে যে রাজার পায়ে ধরে নে গেল।

ভদ্রা। কাঠ্ বেরালে সাগর বেঁধে দেবে, তাই নেগেছেন।

কুন্তী। (সবিনয়ে) তা যা হবার তা ত হয়েছে; এখন তোরা কেন মা ঘরে ঘরে বিবাদ করিস্? যা, যে যার আপনার ঘরে যা।

[সকলের প্রস্থান]

রাজভবনে ধৃতরাষ্ট্র এবং সঞ্জয়ের প্রবেশ।

ধৃত। ইঃ! এত গোল্ কেন হচ্চে হে?

সঞ্জ। আজ্ঞা, আপনি কি কিছুই শুনেন নাই?

ধৃত। কৈ না। কিছুই ত শুনি নাই।

সঞ্জ। পাণ্ডবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হচ্চে তারই এত শব্দ।

ধৃত। (স্বগত) হক্! হক্! (প্রকাশে) কেন হে, ওদের এমন হলো কেন?

সঞ্জ। হলো, দৈবি ভীমের সঙ্গে।

ধৃত। এখন যুধিষ্ঠির কি যুক্তি কর্লেন?

সঞ্জ। আজ্ঞা, এঁরা পাঁচ ভাই একত্র হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন।

ধৃত। এটা যুধিষ্ঠিরের বড় অন্যায় হয়েছে। ভীম যেমন দুর্ষ্ট, তার মতন দমন করা উচিত ছিল।

সঞ্জ। এ আপনার কেমন বিচার মহারাজ? ভীম আপনার কি পর হয়? ভীমকে কৃষ্ণ মারবেন, আর যুধিষ্ঠির তাই চক্ষে দেখ্বেন? এঁরা ভীমের সঙ্গে প্রাণ দিবেন এই পণ করেছেন।

ধৃত। (স্বগত) তবু এক প্রকার ভাল। (প্রকাশে) হুঁ, তার পর?

সঞ্জ। তার পর, এখন কি হয় বলা যায় না। কেন দুর্য্যোধন আপনাকে কি বলে যান নাই?

ধৃত। (সসম্ভ্রমে) কি? দুর্য্যোধন কোথা গেছে?

সঞ্জ। আজ্ঞা, তিনিও সেই যুদ্ধে গেছেন।

ধৃত। কি বিভ্রাট! সে কি একা গেছে?

সঞ্জ। আজ্ঞা না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, প্রভৃতি সকলেই গেছেন।

ধৃত। এঁরা কার পক্ষে?

সঞ্জ। আজ্ঞা, এঁরা পাণ্ডবের পক্ষে।

ধৃত। (সক্রোধে) দুর্য্যোধন এই কর্ম্ম ভাল করেন নাই। আমাকে ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না। আমাদের এ দ্বন্দ্বে আবশ্যক কি? যাদবের সঙ্গে কি পেরে উঠ্‌বে?

সঞ্জ। মহারাজ, এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। দুর্য্যোধন আপনার যেমন সন্তান, পাণ্ডব তেমনি, এই বিপদ সময়ে সহায় না হলে, এতে আপনার দুর্নাম হতো। দুর্য্যোধন এ উত্তম বিবেচনা করে-ছেন।

ধৃত। ভাল! ভাল!

[উভয়ের প্রস্থান।]

অমরাবতী।

অন্তঃপুরে শচী, মুরজা ও রম্ভার প্রবেশ।

শচী। কি লো রম্ভা, কি মনে করে? তুই এত কাঁপছিস্ কেন লো?

রম্ভা। দেবী, আমার বড় ভয় হয়েছে তাই হেথা এলেম।

শচী। কেন রে? কিসের ভয়?

রম্ভা। কি জানি পৃথিবীতে কি হয়েচে; বড় গোল হচ্চে; আর এক এক বার যে কেমন কেমন ভয়ঙ্কর শব্দ হচ্চে, আপনারা একটু স্থির হয়ে শুনুন্ দেখি; ঐ দেখুন্ এক এক বার স্বর্গ পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌ছে।

শচী। সখি, কেন এমন হচ্চে বল দেখি?

মুর। দেবী, তুমি ত কোন খবর রাখ না। কেবল দেবরাজের সঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গে মগ্ন থাক।

শচী। (সহাস্য বদনে) হাঁ, তুমি ত রঙ্গ ভঙ্গ কিছুই কর্‌তে জান না।

মুর। (হাস্য মুখে) ওলো রম্ভা! তোদের উর্ব্বশী যে আবার স্বর্গে আস্‌চে।

শচী। কে বল্লে?

মুর। এমনি ত শুন্‌লেম।

শচী। তুমি কোত্থেকে শুন্‌লে?

মুর। আমি কোথা শুন্‌লেম? দেব ঋষি নারদ ভগবতী পার্ব্বতীকে ঐ কথা বল্‌ছিলেন। সকল কথা শুন্‌তে পেলেম না। তুমি ডেকে পাঠালে আমি অমনি চলে এলেম।

রম্ভা। দেবী, একটু থেকে সব শুনতে হয়।

শচী। পাগোল নাকি? নারদের কথা সকলই ত সত্যি! দেখ উর্ব্বশী এল নাকি?

মুর। কেমন মিছে তা দেখ্‌তেই পাবে।

শচী। তা দেখা আছে। ওলো রম্ভা, তুই একটী গান কর্ দেখি।

রম্ভা। দেবী, এখন মনের ঠিক নাই।

শচী। ওলো, তোর আবার কিসে বেঠিক হলো? এখন গা না। সখি, তুমি আজ বাজাও ভাই।

মুর। আমি যদি বাজাব, তবে তোমাকে নাচ্‌তে হবে।

শচী। (সহাস্যে) তাই হবে, তোমরা আরম্ভ কর না।

রম্ভা। দেবী বল্‌চেন, কিন্তু এখন ভাল হবে না।

মুর। তবে ভাল পুরস্কার পাবি নে।

রম্ভা। (সহাস্যমুখে) দেবী আপনি হচ্চেন ধনেশ্বরের মহিষী, কোথা কি পাবেন যে দেবেন?

শচী। আঃ! আর দেরি করিস্ কেন?

মুর। ওলো একটী ভাল বিরহ গা দেখি।

শচী। বালাই! অমন অমঙ্গল গান গাস্‌নে লো।

রম্ভা। তবে কি আজ্ঞা হয়?

শচী। একটী বসন্ত আগমন গা।

রম্ভা। যে আজ্ঞা।

গীত।

সুখ বসন্ত কালে।
সুখে সারী শুকে, থাকে সুখে২, মনের সুখে ডাকে, ডালে কোকিলে॥
কুসুম কাননে অশোক করবী, গন্ধরাজ আর মল্লিকা মাধবী,
মুঞ্জরিছে কলি, গুঞ্জরিছে অলি, সুখে সরোজিনী ভাসে সলিলে।
এসুখ নিশিতে, হাসিতে খুসিতে, রতি পতি রসে ভাসিতে২,
যুবক যুবতী মন সুখি অতি, বিরহিনী ভাসে চক্ষের জলে॥

শচী। বাঃ! রম্ভা এই নে আমার মুক্তার মালা ছড়াটা তুই পর।

মুর। এই নে, আমার মণি অঙ্গুরী তুই নে।

রম্ভা। দেবী, আর কি আজ্ঞা হয়

বিজয়ার প্রবেশ।

বিজ। (বহির্দ্বার হৈতে উচ্চস্বরে) ও মা! হাঁ গা, আমার মা এখানে আছে?

মুর। হাঁ আছি। কেও বিজয়া? হেথা আয় রে।

বিজ। মা তুমি শিগ্‌গির করে ঘরে এস।

শচী। কেন গা, এত ব্যস্ত কেন?

মুর। কেন কি হয়েছে?

বিজ। বাবার বড় বিপদ।

রম্ভা। কেন কেউ অভিসম্পাৎ করেছে না কি?

বিজ। বালাই, তা কেন হবে?

শচী। তবে এমন কি বিপদ?

বিজ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন বলে সকল দেবতাদিগে নে গেছেন। তা আমাদের ভগবান্ ভবানীপতি আপনার সৈন্য নিয়ে সেই রণস্থলে গেছেন। তা আবার শুন্‌লেম যে দেবতারা পরাজয় হয়েছেন?

সকলে। কি দৈব! এমন ত কখন হয় না! তার পর?

বিজ। তার পর শুন্‌লেম যে তারা এমনি বাণ মেরেছে, যে সব দেবতা অস্থির হয়েছেন।

শচী। কি অপমান! তার পর?

বিজ। তার পর, ভগবতী পার্ব্বতী দেবী অসি হস্তে সেই রণস্থলে গেলেন, আর আমাদিগে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা আমার পশ্চাৎ এস।

সকলে। তবে আর আমাদের ভাবনা কি?

শচী। (বিজয়ার প্রতি) অমন করে দাঁড়িয়ে রৈলে কেন মা? বোসো।

মুর। শচী দেবী, আর বোস্‌ব না; এখন অলকায় যাই।

শচী। দেখ সখী, এই কথাটা শুনে মনটা কেমন হয়ে গেল। একে ত দুষ্ট দৈত্য ভয়ে দিবা রাত্রি প্রাণ সশঙ্কিত।

[সকলের প্রস্থান]

রণস্থলে দণ্ডীরাজা অশ্বিনী রূপা উর্ব্বশী, কৃষ্ণ, মহাদেব ও অন্য দেবতা ও রাজগণের প্রবেশ।

উর্ব্ব। (স্বগত) এই যে সকল দেবতা দাসীর প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েছেন। দেখি দেখি অষ্ট বজ্র গণনা করে দেখি। (মস্তক উর্ত্তোলন করিয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন ও বজ্র গণনা) বিষ্ণুর চক্র এক, ব্রহ্মার অক্ষ দুই, শিবের শূল তিন, ইন্দ্রের বজ্র চারি, কার্ত্তিকের শক্তি পাঁচ, বরুণের পাশ ছয়, যমের দণ্ড সাত, পার্ব্বতীর খড়্গ আট্।

[উর্ব্বশীর স্বরূপ ধারণ]

সকলে। (সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! (অস্ত্র ত্যাগ)

রাজাগণ। (পরস্পর মুখাবলোকন) তাই ত হে এমন আশ্চর্য্য ত কখন দেখি নাই। তুরঙ্গী চার্ব্বঙ্গী হলো! কি অদ্ভুত! এ দেব মায়া!

গীত।

মরি কিবা চমৎকার হেরিনু নয়নে।
জগত যুড়িয়া আলো করে এ রমণী ধনে॥
ছদ্মবেশে তুরঙ্গিণী, হয়েছিল এ কামিনী, পূর্ব্বজন্ম ফলে দণ্ডী লভেছিল কাননে।
অনুমান হয় ধনী, না হইবে মানবিনী, বরষি আনন্দ সুধা মোহিছে জগত জনে॥

দেবগণ। (কৃতাঞ্জলি পুটে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) প্রভু, এক্ষণে আমাদিগে কি আজ্ঞা হয়?

কৃষ্ণ। (সপরিতোষে) আপনারা অনেক পরিশ্রম করলেন, এক্ষণে স্ব স্ব স্থানে গমন করুন্।

দেবগণ। যে আজ্ঞা।

মহাদেব। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)

ত্রিপদি।

মথিয়া জলধি, ওহে গুণ নিধি, কমলা কৈলে উদ্ভব।
সেই রূপ দেখি, হে কমল আঁখি, তব কাণ্ড অসম্ভব॥
আছিল তুরঙ্গী, হইল চার্ব্বঙ্গী, দেখে লাগে চমৎকার।
দণ্ডী দণ্ডধরে, চাহ দণ্ডিবারে, বুঝিলাম হেতু তার॥
পাণ্ডব সুভক্ত, তব অনুরক্ত, বাড়াইলে তারি মান্য।
আশ্চর্য্য সমর, পরাস্ত অমর, তব কৃপা ধন্য ধন্য॥
সত্য দ্বিজ বাক্য, করি কমলাক্ষ, অষ্ট বজ্র মিলাইলে।
উর্ব্বশী উদ্ধার, করে সাধ্য কার, অসাধ্য কার্য্য সাধিলে॥

দয়াময়, আপনার যে বাসনা পুর্ণ হলো, তাতেই আমাদের পরিশ্রম সফল হয়েছে।

কৃষ্ণ। (মহাদেবকে আলিঙ্গন করিয়া সবিনয়ে) বিশ্বনাথ, আমার প্রতি যেন আপনার অনুগ্রহ থাকে।

[রাজা ও দেবতাগণের প্রস্থান]

[নেপথ্যে ধ্বনি]

নারদের প্রবেশ।

নারদ। (স্বগত) হাঁ! বেস বিবাদটী হয়ে উঠেছিল। তা দৈব বশে সকলই বৃথা হলো। (প্রকাশে) ওহে অমরগণ, তোমাদের মৃত্যু নাই, এজন্য এবার রক্ষা পাইলে। পৃথিবীর মানব রাজা সকল, তোমরাই ধন্য, তোমাদের যশে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ হলো।

[প্রস্থান]

দণ্ডি। (উর্ব্বশীর হস্তধারনের চেষ্টা) সুন্দরী!

উর্ব্ব। মহারাজ, আর কেন? এখন আমাকে ক্ষমা কর।

রাজা। প্রিয়সী, তুমি কি বল্লে? তোমার কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

ঊর্ব্ব। আঃ! হাত ছেড়ে দাও না।

রাজা। না প্রিয়ে তা হবে না! চল গৃহে চল।

ঊর্ব্ব। (ব্যস্ত চিত্তে) মহারাজ, আর আমি থাকৃতে পারি না, স্বর্গে যাই। আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না; ছেড়ে দাও।

রাজা। প্রিয়ে, তুমি সকলই কি ভুলে গেলে?

[ভূতলে পতন ও মোহ প্রাপ্তি]

ঊর্ব্ব। আঃ! এ যে বিষম দায় হলো! এ কি মহারাজ? ওঠ২, আপনার রাজ্যে যাও; আমি যাই।

রাজা। (চেতন পাইয়া) সুন্দরী, তোমার কথায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতাম যে স্বর্গ নিবাসী যারা, তারা কখন মিথ্যা কথা প্রতারণা জানে না। অতএব সুধামুখি, তুমি কেন আমার প্রতি প্রতিকুল হলে?

ঊর্ব্ব। মহারাজ, এখন অনেক কথা শুনিবার সময় নয়। আমি আর দেরি কর্‌তে পারি না।

রাজা। (অতি কাতরে)

ত্রিপদি।

কেন হে সুধাংশুমুখি, সে ভাবে অভাব দেখি,
কোথা যাবে ব্যথাদিয়ে মনে।
আমি অনুগত দাস, আমাকে করে নৈরাশ,
স্বর্গে বাস করিবে এক্ষণে?
ভেবে দেখ নিজ মনে, বলেছিলে চন্দ্রাননে,
অদ্যাপি স্মরণ আছে মম।
তোমাতে জীবন মন, করেছিহে সমর্পণ,
তব নিকেতন স্বর্গ সম।

দেখি দেব আখণ্ডলে, বুঝি সব ভুলে গেলে,
ভাসালে নৈরাশ জলে ধনী।
বল দেখি প্রাণ প্রিয়ে, কেমনে রব বাঁচিয়ে,
তোমা না দেখিয়ে বিনোদিনী।

উর্ব্ব। (স্বগত) কি আপদ! যেতে পাল্লো হয়।

রাজা। প্রিয়সী, এক বার পূর্ব্ব কথা মনে করে দেখ।

উর্ব্ব। (স্বগত) এটা কি নির্ব্বোধ! পষ্ট করে বল্লেও যে বোঝে না।

রাজা। প্রিয়ে, তুমি কি আর আমার কথার উত্তর দেবে না?

উর্ব্ব। কি জ্বালা! আবার কি করে বল্‌তে হবে? আমি এখন যাই।

রাজা। সুন্দরী যাই যাই করো না; কোথা যাবে?

উর্ব্ব। (স্বগত) অনেক দিনের পর সুরনাথকে দেখে আমার মন স্থির হয় না; তাঁহাকেও বোধ হয় ব্যস্ত দেখ্‌ছি। এখন আর এর অনুরোধ শুন্‌তে পারি না!

রাজা। প্রিয়সী, তোমার মনে কি একটু দয়া হয় না? আমি তোমার অনুগত।

উর্ব্ব। (হাস্য মুখে) মহারাজ, এমন প্রণয় অনেক করেছি, কিন্তু থাকে না।

রাজা। কেন থাকৃবে না? রাখ্‌লেই থাকে।

উর্ব্ব। মহারাজ, ভাবের স্বভাব যে চঞ্চল।

রাজা। না তা নয়; যথার্থ যে প্রণয় তার বিচ্ছেদ হয় না।

উর্ব্ব। (স্বগত) প্রকৃত ভালবাসার ভঙ্গ নাই বটে, যেমন ইন্দ্রের সহিত আমার সৌহার্দ্দ ভাব।

রাজা। প্রিয়ে, এমন কথা মনে করো না।

উর্ব্ব। মহারাজ তুমি জান না, এখন আমি যাই।

রাজা। রূপসী, এ তোমার উচিত নয়।

উর্ব্ব। মহারাজ, এই উচিত।

রাজা। (উর্ব্বশীর হস্ত ধারণ করিয়া) প্রাণ প্রিয়ে, আমি এই জানিতাম, যে স্ত্রীলোকের স্বভাব অতি কোমল, আমার অদৃষ্টে তুমি অতিশয় কঠিন হলে; তোমার কথায় আমার মর্ম্ম ভেদ হচ্চে। হে কোমলাঙ্গী, তোমার শীতল অঙ্গ একবার স্পর্শ করি এস।

উর্ব্ব। (বিরক্তা) আঃ! কি কর, কোথা হাত দেও?

রাজা। (সবিনয়ে) প্রিয়সী, আর একটু থাক, আমার একটী কথা শুন।

উর্ব্ব। কি বল্‌বে বল। শিগ্‌গির; আমি যাই।

রাজা। (উর্ব্বশীর ভাব দেখিয়া রাজা অবাক্ হইয়া রহিলেন।)

উর্ব্ব। মহারাজ, তুমি কি কখন প্রণয় কর নাই?

গীত।

বলিহে তোমারে তবে কেন ভাব অকারণ।
প্রবোধি আপন মন আলয়ে কর গমন॥
বুঝিলাম নরপতি, প্রেমে তুমি নব ব্রতি, না জানিয়া রীতি
নীতি, হও অতি উচাটন।
প্রণয় করেছি যত, পরিচয় দিব কত, হই নাই তব মত,
ভাবিত এমন॥

ত্রিপদি।

দেখিয়া তোমার রীতি, হাসি পায় নরপতি,
আর কেন করহে রোদন।

যে হলোনা অনুগত, তাতে রত কেন এত,
বুঝিয়ে না বোঝ কি কারণ ॥
এই কর্ম্ম চির কাল, করে কাটায়েছি কাল,
ভাল বেসেচিহে কত জনে।
সাক্ষাতে দেখিলে রঙ্গ, পাইয়া তোমার সঙ্গ,
তা সবাকে পাসরিনু মনে ॥
যার বুদ্ধি নাই ঘটে, তারি এ ঘটনা ঘটে,
পরকে আপন মনে করে।
একে ত দুর্নাম রটে, দ্বিতীয় পড়ে সঙ্কটে,
বটে কি না বোঝহে অন্তরে ॥
জলবিম্ব এ প্রণয়, আপনি উৎপত্তি লয়,
হয় এই জগতে বিদিত।
ভোজবাজি ফক্কিকার, এ ভাবের ব্যবহার,
কেবল গরজে বিমোহিত ॥
আনন্দ উৎসবে মন, মগ্ন থাকে অনুক্ষণ,
যেন ভিন্ন নহে এক দেহ।
শেষে পরিতৃপ্ত হয়ে, হিতাহিত না ভাবিয়ে,
বিসর্জ্জন দেয় তেজি স্নেহ ॥
কোন কর্ম্ম অতিশয়, করা ত উচিত নয়,
অতি ভাবে অধিক বিচ্ছেদ।
এ কর্ম্মের এই ফল, হাতে হাতে প্রতিফল,
ক্ষান্ত হও আর কেন খেদ ॥
হিত হেতু বলি স্পষ্ট, সম্বর মনের কষ্ট,
ভূতপূর্ব্ব হওহে বিস্মৃত।
কহিতে আইসে লাজ, আমাদের এই কাজ,
এই দেখা এজন্মের মত ॥

রাজা। গীত।

কি কব মনেরি কথা, সকলি রহিল মনে।
এমন হইবে শেষে, না জানি কখন জ্ঞানে॥
কি আর জানাব আমি, জানেন অন্তরযামী,
শুনিয়া তোমার বাণী, যে করে আমার প্রাণে।
করেছিনু এক আশা, ঘটিল আর এক দশা,
বিষম স্বপন ধনী, দেখালে অধীন জনে॥ (রোদন।)

উর্ব্ব। মহারাজ, আমার প্রাণ ব্যাকুল হচ্চে, আমি যাই।

রাজা। আর কি উত্তর কর্‌ব, এখন ভাল উপদেশ পেলেম।

উর্ব্ব। তবে আর তুমিও যাও, আমিও যাই।

রাজা। আর কোথা যাব; আর আমার কি আছে।

উর্ব্ব। আপনি থাক্‌লে সকলই আছে।

রাজা। প্রিয়সী, তোমার এমন ধর্ম্ম নয়।

উর্ব্ব। আর আমি এখন যাই।

[সকলের প্রস্থান]

রাক্ষস ও রাক্ষসীর প্রবেশ।

রাক্ষসী। আঃ! আজি যে কার মুখ দেখেছিলেম, যে তামাম দিনটা পেটের জ্বালায় মরে গেলেম। (রোদন করিতে করিতে উচ্চস্বরে) ওরে মায়াধর! তুই কোথা গেলি রে?

রাক্ষস। তুই অমন করে কাঁদিস্‌ কেন রে? কোথা গেছিলি?

রাক্ষসী। একটা যুদ্ধ হচ্ছিল, তাই শুন্‌তে পেয়ে সেখানে গেছিলাম।

রাক্ষস। (আহ্লাদে নৃত্য করিতেং) কি এনেছিস্ দেরে, দে দে খাই।

রাক্ষসী। আমি আপনিই না খেতে পেয়ে মরে গেলেম, তা তোকে আবার কি দেব?

রাক্ষস। কেন রে? কার সঙ্গে কে যুদ্ধ কল্লে?

রাক্ষসী। দেবতা আর মানুষে।

রাক্ষস। তবে কেন এমন হলো?

রাক্ষসী। দেবতাদের কিছুই ক্ষমতা নাই।

রাক্ষস। ইঃ! বলিস কি? মানুষকে মার্‌তে পার্‌লে না?

রাক্ষসী। দেবতারা হেরে পালিয়ে গেল, দুই দলে একটাও মলো না? একটু রক্ত পড়্‌লেও খেয়ে বাঁচ্‌তাম।

রাক্ষস। ওরে তুই কোন কাজেরই হলি নে? সেই গোলের ভিতর হতে একটা মোটা রাজাকে ধরে আন্‌তে পারলি নে?

রাক্ষসী। আমি মনে তাই করেছিলাম, তা সেই হনূমান্ মুখ-পোড়া রয়েছে দেখে পালিয়ে এলেম। ওরে তুই কোথা গেছিলি? তোর পেট্টা বড় উচুং দেখ্‌ছি?

রাক্ষস। আমি আজি খুব খেয়েছি রে।

রাক্ষসী। কোথা পেলি?

রাক্ষস। আজি আমি হিড়িম্বা দেবীকে দেখ্‌তে গেছিলাম, তাঁর বেটা ঘটোৎকচ রণজয়ী হয়ে এসেছে, তাই আমাদিগে কত কি খাওয়ালে।

[উভয়ের প্রস্থান]

কৈলাস শিখরে পার্ব্বতী এবং পদ্মাবতীর প্রবেশ।

পদ্মা। (যোড় হস্তে) মা, আজি আমার বড় ভয় হয়েছিল।

সেই রণ স্থলে ঊর্ব্বশীর মুখপানে চেয়ে দেব দিগম্বরের বাঘাম্বর অমনি খসে পড়্‌লো! আমি যে সে সময়ে লজ্জায় কোথা পালাব তার আর পথ পাই না।

পার্ব্ব। তুই তখন কোথা ছিলি?

পদ্মা। আমি ত আপনার নিকটে ছিলাম।

পার্ব্ব। হাঁ, তার পর?

পদ্মা। তার পর আবার পোড়ারমুখো ভূত, তারাও কি সব কম না কি? আমাকে দেখে কত ভয় দেখাতে লাগ্‌লো! ওমা আমি কোথা যাব? সবাই কি নেংটা গা? কি ভয়ানক কাল, এমন ত কখন হয় নাই?

পার্ব্ব। কেন, হবে না কেন?

পদ্মা। অমনি হয়েছিল? হেঁ মা আবার বাবা কাকে দেখে-ছিলেন গা? কৈ কবে গা?

পার্ব্ব। তা তোর মনে নাই রে।

পদ্মা। কাকে দেখেছিলেন গা?

পার্ব্ব। আবার কাকে? সেই ত্রিভঙ্গকে।

পদ্মা। কেন, তিনি ত প্রকৃতি নন্?

পার্ব্ব। তিনি যখন মোহিনী হয়েছিলেন।

পদ্মা। তিনি কেন মোহিনী হয়েছিলেন গা?

পার্ব্ব। তিনি যখন সমুদ্র মন্থন করেছিলেন।

পদ্মা। কেন মা? জলনিধি মন্থন কর্‌লেন কেন?

পার্ব্ব। তাঁর লক্ষ্মী তখন সাগরে ছিলেন তাই।

পদ্মা। কি? লক্ষ্মী কেন সাগরে প্রবেশ কর্‌লেন?

পার্ব্ব। ঐ দুর্ব্বাসা মুনির অভিশাপে।

পদ্মা। ইঃ! মুনি ঠাকুর কি দুরন্ত? হেঁ গা, সেই উর্ব্বশী এখন কোথা গেল গা?

পার্ব্ব। কেন সেযে আবার স্বর্গে এসেছে।

মহাদেবের প্রবেশ।

[পদ্মাবতীর প্রস্থান।]

মহা। (হাস্য মুখে) প্রিয়ে, তোমাদের কি কথা হচ্ছিল?

পার্ব্ব। (হাস্য বদনে) দেব, আপনারই গুণানুকীর্ত্তন হচ্ছিল; আর কি হবে?

মহা। (লজ্জিত হইয়া পার্ব্বতীর হস্ত ধারণ করিয়া) দেবি! গুণাধিকে, আমার ত কোন গুণ নাই। কেবল তোমারই গুণে রক্ষা পেলেম।

[প্রস্থান।]

পদ্মাবতী এবং বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া। মহাদেবি, অপ্সরা উর্ব্বশী পাদপদ্ম দর্শনাভিলাষে এখানে এসেছে। কি আজ্ঞা হয়?

পার্ব্ব। কৈ? তাকে এখানে আস্‌তে বল, বিজয়া। আমি শীঘ্র ফিরে আস্‌চি। [প্রস্থান।]

পদ্মা। ওমা! তবে কি হবে? আবার পাছে বাবা তেমনি করেন? তবেই ত বিভ্রাট! এখানে গনেশ দাদা, কার্ত্তিক দাদা রয়েছেন।

বি জ। তা রৈলেনই বা? সে এক দৈবে হয়েছিল।

পদ্মা। আঃ! দেবতার কি দৈব আছে?

[উভয়ের প্রস্থান]

উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উর্ব্ব। আবার যে আমি এত শীঘ্র প্রসন্নময়ীর চরণদর্শন কর্‌তে পার্‌ব, এ আর মনে ছিল না।

[নেপথ্যে শব্দ]

যার প্রতি দেবতা সন্তুষ্ট, তার অসম্ভব ও সম্ভব হয়,
আর যার প্রতি রুষ্ট, তার সম্ভব ও অসম্ভব হয়।

[নেপথ্যে হুঙ্কার।]

ভূতগণের প্রবেশ ও মুখভঙ্গি দ্বারা ভয় প্রদর্শন।

উর্ব্ব। (সত্রাসে) ও মা! কোথা যাব! রাম রাম! (নেপথ্যে ভয়ঙ্কর ধ্বনি।) কি হবে! রাম! রাম! রাম! (যোড় হস্তে) ওগো উপদেবতারা! তোমরা আমার পিতা হও, আমাকে ভয় দেখিও না।

[বেগে প্রস্থান।]

বিজয়ার প্রবেশ।

[ভূতগণের নৃত্য।]

বিজয়া। আঃ! মরণ আর কি! ও কি হচ্চে?

[প্রস্থান।]

হস্তিনা রাজনিকেতনে ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য এবং কৃপাচার্য্যের প্রবেশ।

দ্রোণ। কুরুনাথ, এমন যুদ্ধ ত আমি আপনার জ্ঞানে কোথাও দেখি নাই! কি আশ্চর্য্য হে! কি অদ্ভুত কাণ্ড!

ভীষ্ম। এমন যুদ্ধ কোথাও দেখি নাই। সে যাহা হক্, এমন লজ্জা ত কখন পাই নাই। বালক কালে পিতার বিবাহ সময়ে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম্ যে স্ত্রীর মুখাবলোকন কর্‌ব না। আর যেমনই উত্তমা স্ত্রী হক্‌না কেন, তাতে ত আমার চিত্ত চঞ্চল হয় না; দেবতার চক্রে পড়ে আজি কি লজ্জা! কি লজ্জা!

দ্রোণ। কুরুরায়, আমি একে ব্রাহ্মণ তপস্বী, তায় বৃদ্ধাবস্থা; আমার কি ও সকল শোভা পায়? আজি জন সমাজে কি হাস্যাস্পদে পতিত হলেম হে! কি দৈব! কি দৈব!

কৃপা। যে কর্ম্ম দশ জনে করে, তাতে দোষ নাই হে। যুবতী রূপবতী দেখে কে না তার প্রতি কটাক্ষ করেছেন ?

ভীষ্ম। (দ্রোণের প্রতি) আচার্য্য মহাশয়, এঁর এখনও কি পর্য্যন্ত অভিলাষ তা বুঝ্‌তে পেরেছেন ?

কৃপা। (হাস্য মুখে ভীষ্মের প্রতি) তেমন দুর্ল্লভ রত্ন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কি সম্ভবে? সে রাজ বংশোদ্ভব রাজ-ঋষিরই যোগ্য।

[সকলের প্রস্থান।]

হস্তিনা রাজন্তঃপুরে দুর্য্যোধন এবং রাণী ভানুমতীর প্রবেশ।

দুর্য্যো। প্রিয়ে, দেখ আজি আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে। গাত্রে বড় বেদনা হয়েছে। আর বাণের অগ্নিতে সর্ব্ব শরীর দাহন হচ্চে। তোমার কোমলাঙ্গ স্পর্শ করে শীতল হতে এলেম।

[আলিঙ্গন করিতে হস্ত প্রসারণ।]

ভানু। আঃ! আপনি এখন যান্। এমন করে আমাকে বিরক্ত কর্‌বেন না।

দুর্য্যো। (সবিস্ময়ে) কেন কি হয়েছে ?

ভানু। (সজল নেত্রে) মহারাজ, পাণ্ডব আমাদের পরম শত্রু।

দুর্য্যো। হাঁ, তার এখন কি হলো বল না।

ভানু। (অধোবদনে) কৃষ্ণ আমাদের কুটুম্ব হচ্চেন।

দুর্য্যো। হাঁ, তা হচ্চেন তার কি ?

ভানু। আপনি এত রাগ করেন কেন ?

দুর্য্যো। (হাস্য মুখে) প্রিয়ে, না রাগ করি নাই। তুমি কি বল্‌চ বল।

ভানু। আমি এই বল্‌চি যে, কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদ করা এটা কি ভাল বিবেচনা হয়েচে ?

দুর্য্যো। এই কথা, তাই এত রোষ? (হাসা মুখে) দেবি, তুমি হচ্চ স্ত্রী, তোমার ত কোন বোধ নাই, তাই এমন কথা বল। দেখ দেখি আমাদের কত পরাক্রম প্রকাশ হলো, দেবতারা পরাজয় হলেন, আর পৃথিবীতে কুরু ধন্য ধন্য এই রব হল। দেবি, পুরুষের এর অধিক আর কি পৌরুষ আছে, তা বল দেখি?

ভানু। (নীরব।) [উভয়ের প্রস্থান]

অমরাবতীতে ইন্দ্র এবং চিত্ররথের প্রবেশ।

ইন্দ্র। (চিত্ররথের প্রতি) কি হে ? তুমি যে এখন এখানে?

চিত্র। আজ্ঞা আমি এই আসৃচি।

ইন্দ্র। আর কি বেলা আছে ?

চিত্র। আমি সকল প্রস্তুত করে আপনাকে সংবাদ দিতে এলেম; আপনি না সেখানে গেলে ত নৃত্য আরম্ভ হবে না।

ইন্দ্র। তবে চল।

চিত্র। যে আজ্ঞা আসুন্।

[উভয়ের প্রস্থান।]

যবনিকার অভ্যন্তরে নৃত্যের ধ্বনি। অনন্তর যবনিকা উত্তোলন ও রঙ্গভূমিতে ইন্দ্রাদি দেবতার প্রকাশ; ও অপ্সরীদিগের নৃত্য।

রম্ভা। ওলো, নাচ্ লো নাচ্, ভাল করে নাচ্।

উর্ব্ব। আমি একা নাচ্‌ব কেন? তুইও নাচ্।

[উভয়ের নৃত্য।]

ইন্দ্র। (চিত্ররথের প্রতি) আঃ! আজ্ তুমি এ কি কচ্চো হে?

চিত্র। (সভয়ে) দেব, কেন আমার কি অপরাধ হলো?

ইন্দ্র। তুমি যে আজি বাজাতেই পাল্লে না, কেবল ওদের মুখপানেই যে চেয়েই রয়েছ।

চিত্র। (লজ্জিত ও অধোবদন)।

[পুনর্ব্বার বাদ্য আরম্ভ।]

রম্ভা। (উর্ব্বশীর প্রতি) তুমি একটী গান করনা ভাই।

চিত্র। (উর্ব্বশীর প্রতি) সুন্দরি, সময় বিবেচনা করে গাও।

উর্ব্ব। (হাস্য মুখে) যে আজ্ঞা।

গীত।

মরি মদন হুতাশে।
করে পঞ্চবাণ, করিয়ে সন্ধান, বিরহিণির প্রাণ, বধিতে এসে॥
পিক মধুকর, তাহার কিঙ্কর, করের কারণে পীড়ে নিরন্তর;
পূর্ণ শশধর, যেন বিষধর, বিষ বৃষ্টি করে থেকে আকাশে।
ত্রাসে করযুড়ে, করিগো মিনতি, বলি রতি পতি, শুন রে দুর্গতি;
যে ছিল সংগতি, নাই রে সংহতি, আছি বিচ্ছেদ ব্রতি, পতি বিদেশে॥

ইন্দ্র। (সপরিতোষে উর্ব্বশীকে পারিজাতের মালা প্রদান করেন।)

উর্ব্ব। (স্বগত) আমার যে আবার এমন দিন হবে, তা ত মনে ছিল না।

রম্ভা। (উর্ব্বশীকে অন্য মনা দেখিয়া) হেঁ ভাই তুমি কি ভাব্‌চ, তোমার কার জন্যে মন কেমন কচ্চে, বল না?

শচী। (ইন্দ্রের প্রতি) নাথ, এ আপনার বড় অন্যায়।

ইন্দ্র। কেন, অন্যায় কি?

শচী। রম্ভার কি অপরাধ?

উর্ব্ব। (স্বগত) রম্ভার প্রতি যে ভারি টান!

ইন্দ্র। ও গান করুক তবে দিব।

চিত্র। (হাস্য মুখে) তা বৈ কি, অমনি কেন দেবেন?

ইন্দ্র। তুমি চুপ কর হে।

শচী। (রম্ভার প্রতি) ওরে রম্ভা!

রম্ভা। কি আজ্ঞা, দেবি?

শচী। তুই গান গা ত।

রম্ভা। যে আজ্ঞা। [নেপথ্যে শঙ্খ ধ্বনি]

ইন্দ্র। (শচীর প্রতি) প্রিয়ে, দেখ কেমন মধু যামিনী।

শচী। (সহাস্যে) নাথ, আর দেখুন, রজনীতে সরোজিনীকে নিমীলিত দেখে ভ্রমর সকল সরোবর হতে ফিরে আস্‌চে ঐ; এই দিকেই যে আস্‌চে!

ইন্দ্র। (শচীর প্রতি) শশিমুখি ওরা কি ভাবে আস্‌চে তা বুঝ্‌তে পেরেছ?

শচী। কি ভাব বুঝ্‌তে পারা যায় না।

ইন্দ্র। ওদিগে অমন করে রাগিও না।

শচী। কেন, কি কর্‌বে?

ইন্দ্র। ঐ দেখ এলো! মধুর লোভে কি করে দেখ।

শচী। (সদর্পে) ইঃ! ওর কি সাধ্য আমাকে ছুঁতে পারে?

ঊর্ব্ব। দেবি! ওদের কি সে ভয় আছে? দেব দিবাকরের সাক্ষাতেই কমলে বসে।

শচী। (সহাস্যে) বসুক, সে কমলিনীর দোষে বসে।

ইন্দ্র। (পরিহাসে) প্রিয়ে, সর, ঐ দেখ।

শচী। আঃ! কি জ্বালা! কান ঝালা পালা কর্‌লে যে! (বস্ত্র দ্বারা আঘাত॥)

রম্ভা। দেবি! আপনার কবরীতে যে সব ফুল আছে তা ফেলে দেন্।

শচী। বেস্ বলেছিস্। (পুষ্প ত্যাগ) আঃ! তবু যে এরা যায় না।

ইন্দ্র। (সপরিতোষে) প্রিয়তমে! পদ্ম বিকশিত দেখে কি ভ্রমর কখন ফিরে যেতে পারে? (শচী লজ্জিতা)

উর্ব্ব ও রম্ভা। দেব! রাত্রি অনেক হয়েছে, এক্ষণে কি অনুমতি হয়?

ইন্দ্র। তোমরা স্বস্থানে গমন কর। প্রিয়ে আর কেন? চল।

শচী। যে আজ্ঞা।

[সকলের প্রস্থান ও যবনিকা পতন।]

সমাপ্ত॥